ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-163 ■ 14 March, 2026 ■ আগরতলা ১৪ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনের ভাষণে

গত ১ বছরে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ।। জাতীয়স্তরে উন্নয়নের যে ধারা বইছে রাজ্যের বর্তমান সরকার তার সাথে তাল মিলিয়ে চলছে এবং ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এক শক্তিশালী চালিকাশক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নিয়েছে। আজ চলতি বছরের রাজ্য বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু একথা বলেন। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে রাজ্যের মানুষের আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নে রাজ্যে যে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চলেছে তার বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেন। রাজ্য সরকারের কাজকর্মের বিভিন্ন দিক তার ভাষণে উঠে আসে।

রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরার গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণকে শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সম্প্রতি ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন তার ব্যাঙ্ক সখী উদ্যোগের জন্যে সিআইপিএস ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ লাভ করেছে। তিনি বলেন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে উচ্চমানের কর্মসম্পাদনের জন্যে ত্রিপুরা জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে। ২,৫৪৪টি অফিসে (জিপি/ভিসি স্তর পর্যন্ত) পুরোপুরিভাবে ই-অফিস বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ২০২৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ই-ক্যাবিনেট চালু করেছে, যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪৩টি বৈঠক এবং ৫৯৫টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এরফলে ক্যাবিনেটে কাগজবিহীন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় ত্রিপুরা জাতীয় পর্যায়ে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। রাজ্যপাল বলেন, জনজাতি মানুষদের কল্যাণ ও উন্নয়নেও রাজ্য সরকার সমানভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনজাতি কল্যাণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনে উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ত্রিপুরা ৩টি মর্যদাপূর্ণ জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। পিএম-জনমন এবং ধরতি আবা জনভাগিদারী অভিযান বাস্তবায়নে ত্রিপুরা সেরা কর্মসম্পাদনকারী রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

রাজ্যপাল বলেন, ২০২৫ সালের খারিফ মরশুমে উচ্চফলনশীল ধানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে "মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম" চালু করা হয়েছে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোকরাঝাড়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন

প্রতিশ্রুতি পূরণে সরকার আন্তরিক ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আজ আসামের কোকরাঝাড়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তিনি সশরীরে কোকরাঝাড় সফর করতে পারেননি এবং এরজন্য সমবেত নাগরিকদের কাছে তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন, তিনি গুয়াহাটি থেকে এই বার্তা প্রদান করছেন। তিনি এই পুণ্যভূমির মহান ব্যক্তিত্বদেরযেমন বোডোফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম এবং রূপনাথ ব্রহ্ম'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের এই বিপুল উপস্থিতি তাঁকে তাঁদের কাছে ঋণি করেছে, যা তিনি সেবা এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের মাধ্যমে পরিশোধ করতে চান। প্রধানমন্ত্রী মোদী দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'আপনাদের সেবা করা এবং এই অঞ্চলের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমেই এই ঋণ পরিশোধ করা সর্বদা আমার প্রচেষ্টা ছিল।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গুয়াহাটিতে তাঁর পূর্ববর্তী সফরের সময় তিনি "বাগুরুম্বা দাহৌ" উৎসবে প্রাণবন্ত বোডো সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন, বোডো সম্প্রদায় তাঁদের ভাষা, ঐতিহ্য এবং প্রথাগুলোকে অত্যন্ত যত্নসহকারে সংরক্ষণ করার জন্য অশেষ প্রশংসার দাবিদার। শ্রী মোদী বলেন, "বাথৌ"-এর মতো আধ্যাত্মিক আরাধনা এবং "বাইসাগু"-র মতো উৎসবগুলো ভারতের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক শক্তিকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করছে। এই ঐতিহ্যগুলো ভারতের সাংস্কৃতিক শক্তিকে আরও সুদৃঢ় করে তোলেছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

শ্রী মোদী বলেন, "ডাবল-ইঞ্জিন সরকার" আসামের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং এর দ্রুত অগ্রগতি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি জানান, বর্তমান কর্মসূচির আওতায় ৪,৫০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও সূচনা করা হয়েছে। বোডোল্যান্ডের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সুনির্দিষ্টভাবে ১,১০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেন যে, "অসম মালা" অভিযানের তৃতীয় পর্যায়টি সমগ্র রাজ্য জুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। শ্রী মোদী দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে আসামের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।' ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিএম কিষাণ সম্মাননিধির অনুষ্ঠানে

কৃষকদের আত্মনির্ভর করে তুলতে চায় সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ।। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসামের গুয়াহাটির জ্যোতি বিষ্ণু ইন্টারন্যাশনাল কালচার্যাল সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে বোতাম টিপে পিএম কিষাণ সম্মান নিধি"র ২২তম কিস্তি প্রদান করেন। সারা দেশে ৯ কোটি ৩২ লক্ষেরও বেশি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৮ হাজার ৬৩০ কোটি টাকারও বেশি সরাসরি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। আজ আগরতলার অরুন্ধতিনগরস্থিত এগ্রিকালচার রিচার্স স্টেশনে ভার্চুয়ালি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনার পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ২০১৬ লাখ কৃষকের হাতে পিএম কিষাণ'র ৪৬.৩৬ কোটি টাকা ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ জানিয়েছেন, রাজ্যের ২,১৬,০০০ কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রধাণ মন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের আওতায় সরাসরি ৪৬ কোটি ৩৬ লাখ ৩৪ হাজার টাকা সরাসরি ট্রান্সফার করা হয়েছে।

মন্ত্রী এই তথ্য জানান ২২তম কিস্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ করার পর, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা ও উপস্থিত ছিলেন। আজ আগরতলায় স্টেট অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ স্টেশন, এডি নগরে অনুষ্ঠিত রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কৃষি মন্ত্রী বলেন, পিএম কিসান হলো একটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প, যা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে চালু হয়েছিল। প্রকল্পের লক্ষ্য হলো কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ও তাদের আয় বৃদ্ধি করা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পকসো আইনে যুবকের ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৩ মার্চ ।। পকসো আইনের এক মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে এক যুবককে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল খোয়াই জেলার জেলা ও সেশনস আদালত। শুক্রবার এই রায় ঘোষণা করেন আদালত।

দোষী সাব্যস্ত যুবকের নাম ধনঞ্জয় দেববর্মা (২১)। তার বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট এলাকার জারাইলং বাড়ি গ্রামে। তিনি রাজেন্দ্র দেববর্মার পুত্র।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ধনঞ্জয় দেববর্মাকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। অনাদায়ে তাকে আরও ৫ মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

জানা যায়, ২০২০ সালের ২৯ জুলাই তেলিয়ামুড়া থানায় একটি মামলা (তেলিয়ামুড়া থানার মামলা নং ৭৭/২০২০) দায়ের করা হয়। মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(এবি) ধারা এবং পকসো আইনের ৪ ও ৬(১) ধারায় অভিযোগ আনা হয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুদীপের বক্তব্যের জবাবে জিতেন্দ্র

এডিসির একটি আসনেও জামানত রক্ষা করলে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতার প্রশ্ন আসবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ।। এডিসি নির্বাচনে ২৮টি আসনের মধ্যে একটি আসনেও জামানত রক্ষা করলে কংগ্রেসের সাথে সিপিআইএমের আসন সমঝোতার প্রশ্ন আসবে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণকে কড়া ভাষায় জবাব দিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর দাবি, ধর্মনগরেও কংগ্রেসের ভোট ও কর্মী নেই।

উল্লেখ্য, কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ অভিযোগ করেছিলেন যে বিজেপিকে পরাস্ত করার বিষয়ে সিপিআইএম আন্তরিক নয় এবং ধর্মনগর উপনির্বাচনে সিপিআই এমের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপিকে পরাস্ত করতে আন্তরিক নয় সিপিএম সুদীপ রায় বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ।। বিজেপিকে পরাস্ত করতে আন্তরিক নয় সিপিআইএম।

ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচনে সিপিআইএম আগাম প্রার্থীর নাম ঘোষণা করায় তীব্র ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। সাথে তিনি উপনির্বাচনে সিপিআইএমের প্রার্থী প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে তিনি।

শুক্রবার এক প্রতিক্রিয়ায় সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, অতীতে বক্সনগর, ধনপুর ও রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করার বৃহত্তর স্বার্থে কংগ্রেস নিজেদের প্রার্থী দেয়নি। ভোট যাতে বিভক্ত না হয়, সেই লক্ষ্যেই কংগ্রেস সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় সিপিআইএম তাদের প্রার্থী দিয়েছিলেন। তিনি আরও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী সহ আটক তিন

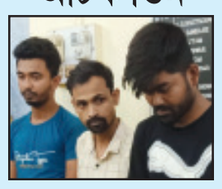

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ।। বাড়ি ভাড়া নিয়ে শহরের নেশার রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া তিনজন যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। এলাকাবাসীর কাছ থেকে গোপন খবরের ভিত্তিতে রাজধানীর ধলেশ্বর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দমকা হাওয়ায় শহরে ভেঙ্গে পড়ল তোরণ, রক্ষা পেল পথচারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ।। সামান্য দমকা হাওয়াতেই রাজধানীর চিলড্রেন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় রাস্তায় লাগানো একটি বাঁশের তোরণ ভেঙে পড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার হঠাৎ দমকা হাওয়া শুরু হতেই রাস্তার পাশে স্থাপন করা বাঁশের তোরণটি ভেঙে পড়ে। সেই সময় ওই এলাকায় শিশু সহ বেশ কয়েকজন পথচারী যাতায়াত করছিলেন। আচমকা তোরণটি ভেঙে পড়ায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে সৌভাগ্যবশত কেউ গুরুতর আহত হননি।

ঘটনার পর এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ দেখা যায়। তাঁদের অভিযোগ, অনেকদিন আগেই একটি সরকারি কর্মসূচিকে সামনে রেখে ওই তোরণটি স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু কর্মসূচি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তা সরানোর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এলাকাবাসীর দাবি, প্রশাসনের এই অবহেলা ও অসাবধানতার কারণেই সামান্য দমকা হাওয়াতেই তোরণটি ভেঙে পড়েছে। এলাকাবাসীর মতে, যদি ঘটনাস্থলে বেশি ভিড় থাকত তাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

আগামী ৫ দিন রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ।। আগামী পাঁচদিন রাজ্যের সব জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও মাঝারি বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। রিপোর্ট অনুযায়ী আগামীকাল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এবং ১৬ মার্চ উত্তর ত্রিপুরা জেলা, ধলাই এবং ঊনকোটি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতর থেকে জানানো হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১.৫ কিমি উপরে মধ্য অসম এবং তার আশপাশ এলাকাগুলোতে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। তাতে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় অধ্যক্ষ নির্বাচন

১৬ মার্চ মনোনয়ন, ১৮ই ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ।। আজ ত্রিপুরা বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি (বিএসি)-র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রাম প্রসাদ পাল, মুখ্য সচেতন কল্যাণী রায়, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা বীরজিৎ সিনহা, মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করে মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, শুক্রবার রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণের পরই বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তাঁর কক্ষে বিএসি কমিটির বৈঠক আহ্বান করেন।

মন্ত্রী জানান, বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটিতে কিছু নতুন প্রস্তাব এসেছে এবং সেগুলি নিয়েই এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচনের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। তিনি জানান, আগামী ১৬ মার্চ বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচনের ঘোষণা করবেন। ১৭ মার্চ অধ্যক্ষ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন নির্ধারিত হয়েছে। যদি একাধিক মনোনয়নপত্র জমা না পড়ে, তবে সেদিনই নতুন অধ্যক্ষের নাম ঘোষণা করা হবে। আর যদি একাধিক মনোনয়নপত্র জমা পড়ে, তাহলে ১৮ মার্চ অধিবেশনের শুরুতে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে অধ্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রী রতন লাল নাথ আরও জানান, নতুন করে আরও সাতটি বিল এসেছে, যা আসন্ন অধিবেশনে বিধানসভায় পেশ ও পাশ করানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যদিকে অধ্যক্ষ নির্বাচন প্রসঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকারের পাঁচ বছরের মেয়াদের মধ্যে ইতিমধ্যেই তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সামনে আর মাত্র দুই বছর সময় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অধ্যক্ষ নির্বাচনসহ বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে বিধানসভায় শোক ও স্মৃতিচারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ।। ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে আজ রাজ্য বিধানসভায় গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং বিধানসভার সদস্য ও সদস্যারা দুই মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এরপর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল ১৬ মার্চ সকাল ১১টা পর্যন্ত বিধানসভা অধিবেশন মুলতুবী থাকার কথা ঘোষণা করেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বিশ্ববন্ধু সেনের স্মৃতিচারণ করে বলেন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর ভোররাতে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্মৃতিচারণ করে বলেন, বিশ্ববন্ধু সেনের অকাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে পুলিশি হেফাজতে বৃদ্ধের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ মার্চ ।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমায় পুলিশ হেফাজতে এক বৃদ্ধের মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, গভীর রাতে গ্রেফতারের পর পুলিশি মারধরের ফলেই ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কৈলাসহরের দেওরাছড়া এলাকায়। জানা গেছে, কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনস্থ দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মনির মিয়া (৬৫) পেশায় দিনমজুর ছিলেন। সম্প্রতি বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রীকে ভরণপোষণ না দেওয়ার অভিযোগে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। সেই পরোয়ানার ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রায় দুইটা নাগাদ কৈলাসহর থানার পুলিশ মনির মিয়াকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।

মৃতের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, গ্রেফতারের সময় পুলিশের কয়েকজন কর্মী মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁরা মনির মিয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৪ মার্চ, ২০২৬ ইং
২৯ ফাল্গুন, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পছন্দের বিয়েতে বাড়ছে কলহ, বিচ্ছেদ

পূর্ণ বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আমাদের চিরাচিড়িত রীতি নীতি। এক সময় বিবাহ বন্ধন সামাজিক ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। সমাজের যাবতীয় নিয়ম-কানুন মানিয়াই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইত। কিন্তু দিনকাল পাল্টাইতেছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা এখন বলতে গেলে অনেকটাই পাল্টাইয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের পছন্দে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে বহু ছেলে মেয়ে। তাতে অবশ্য বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অন্যায়ের কিছুই না। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এইসব পছন্দের বিয়ের বিয়েতে সুখ স্বাচ্ছন্দ কতটা দীর্ঘস্থায়ী হইতেছে।সমাজ যত উন্নত হইতেছে ততই সামাজিক জীবনে বিড়ম্বনাও বাড়িতেছে। ডটকমের যুগে লাভ ম্যারেজ বা নিজেদের পছন্দের বিয়ে দিনের পর দিন বাড়িতেছে। অবশ্য তা অন্যায়ের কিছুই না। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় নিজেদের পছন্দের বিয়ে সমাজ স্বীকৃত। স্কুল কলেজে পড়াশোনা এবং কর্মজীবনে অনেকের মধ্যেই ভালোবাসার সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। এর সুবাদে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়া জীবন সঙ্গী হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এটি কোন আইনে বাধা নয়। বরং এটি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হইল নিজেদের পছন্দে অর্থাৎ লাভ ম্যারেজে বিয়ে হইলে অনেক ক্ষেত্রেই তা চিরস্থায়ী হয় না। দাম্পত্য জীবনে কলহ সহ বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বৃদ্ধি পাইতেছে। বিষয়টি অনেকটা অভিশাপের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসনে আগে যাহা ভাবাই যাইত না, এখন সেই 'লাভ ম্যারেজ'ই স্বাভাবিক। তুচ্ছ কারণে কথায় কথায় প্রেমের বিয়েতে ডিভোর্সের ঘটনাও বাড়িতেছে পাল্লা দিয়া। অথচ হিন্দু বিবাহ আইনে বিচ্ছেদ নিয়া যে সব কথা লেখা রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য পাওয়া যাইতেছে না অধিকাংশ সময়েই। সেই কারণেই একটি মামলার শুনানিতে এবার হিন্দু বিবাহ আইনে সংশোধন আনিবার সুপারিশ করিল এলাহাবাদ হাই কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, প্রেম করিয়া বিয়ে করিলে দাম্পত্য কলহ বেশি হয়। যাহার জেরে বিবাহ বিচ্ছেদ বেশি হইতেছে। হিন্দু বিবাহ আইনে , যে যে কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলা হইয়াছে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহা আর প্রযোজ্য নয় বলিয়াই দাবি বিচারপতি বিবেককুমার বিড়লা এবং বিচারপতি ডোনাডি রমেশের ডিভিশন বেঞ্চের। সেই কারণে যুগের সঙ্গে তাল মিলাইয়া হিন্দু বিবাহ আইনে বদল আনিবার জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট।সম্প্রতি এক যুবককে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দিয়া উচ্চ আদালত মন্তব্য করে, ১৯৫৫ সালে যে সময়ে এই আইনটি প্রণয়ন করা হইয়াছিল, সেই সময়ের বিয়ের সঙ্গে এখনকার বিয়ের ধরন অনেক আলাদা। এখন যেভাবে বিয়ে হয়, তাহা তখন শোনাই যাইত না। বিয়ের সঙ্গে জুড়িয়া থাকা আবেগ এবং শ্রদ্ধা বর্তমানে বদলাইয়া গিয়াছে।শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জাতপাতের তোয়াক্কা না করা, আধুনিকতা এবং পশ্চিমি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের কারণে বিয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বদল হইয়াছে। বিচারপতিদের মতে, সমাজ এখন আরও বেশি উদার ও স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে। দাম্পত্য অটুট রাখা নিয়া আগের মতো আবেগের প্রয়োজন হয় না। ভালোবাসার সম্পর্ক আরো নিবিড় হোক এটাই প্রত্যাশা।

সাব্রুমে ট্রান্সফরমারে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট লাইনম্যান, গুরুতর আহত

সাব্রুম, ১৩ মার্চ : দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার রানীরবাজার এলাকার ইকো পার্কের সামনে ট্রান্সফরমারে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হলেন এক লাইনম্যান। আহত ব্যক্তির নাম দিবেন্দু পালিত (৪৫)। তিনি ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড (টিএসইসিএল)-এর কর্মী বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ট্রান্সফরমারের লাইনে কাজ করার সময় হঠাৎ বিদ্যুতের সংস্পর্শে চলে আসেন দিবেন্দু পালিত। ফলে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনাটি ঘটতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় মানুষ দ্রুত তাকে উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

এদিকে, ট্রান্সফরমারের লাইনে কাজ করার সময় সাধারণত দুইজন লাইনম্যান থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ওই সময় তিনি কেন একাই কাজ করছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে টিএসইসিএলের সাব্রুম সাব-ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজার দিলীপ দাস হাসপাতালে পৌঁছান। তিনি জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই তিনি হাসপাতালে এসে আহত কর্মীর খোঁজখবর নিয়েছেন। ঘটনাটি নিয়ে বিভাগীয়ভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলেও তিনি জানান।

মেলাঘরের ইন্দিরানগরে জলের পাইপ ফেটে বিপাকে কৃষকরা, ফসল নষ্টের আশঙ্কা

মেলাঘর, ১৩ মার্চ : মেলাঘর ইন্দিরানগর এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষি জমিতে সেচের জলের পাইপলাইন দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ায় চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা। জলের অভাবে কানি কানি জমি অনাবাদি পড়ে রয়েছে, আর যেসব জমিতে ইতিমধ্যে চাষ করা হয়েছে সেখানেও ফসল নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইন্দিরানগরের বকশি বাড়ি সংলগ্ন গোমতী নদীর তীরে কৃষকদের সেচের সুবিধার জন্য একটি জলের পাম্প বসানো রয়েছে। নদীতে পর্যাপ্ত জল থাকলেও কৃষি জমিতে সেই জল পৌঁছাতে পারছে না। কারণ, মাঠে জল সরবরাহের জন্য বসানো পাইপলাইন ও ভালভগুলি দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে।

অভিযোগ, জলের পাম্পের অপারেটর ও স্থানীয় কৃষকরা একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিতভাবে বিষয়টি জানালেও এখন পর্যন্ত সমস্যার সমাধানে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে সেচের অভাবে এলাকার কৃষিজমি ধীরে ধীরে অনুর্বর হয়ে পড়ছে।

বিশেষ করে যেসব কৃষক মরিচ, ঝিঙ্গা, বেগুনসহ বিভিন্ন সবজি চাষ করেছেন, তারা এখন সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন। জলের অভাবে সবজি ক্ষেতগুলির গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেতেই ফসল নষ্ট হওয়ার মুখে। এক কৃষক জানান, বাড়ির পানীয় জলের ট্যাপ থেকে পাইপ লাগিয়ে কোনোভাবে নিজের জমিতে জল দিচ্ছেন, যাতে সবজি ক্ষেত বাঁচানো যায়। তবে এভাবে আর কতদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব, তা নিয়েও তিনি অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেন।

প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবায় যোগব্যায়াম নেতৃত্ব দিচ্ছে

প্রতাপরাও যাদব
কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী

গত দশকে, যোগব্যায়াম একটি ঐতিহ্যবাহী সুস্থতা অনুশীলন হিসেবে ব্যাপকভাবে সমাদৃত থেকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য একটি প্রমাণ-ভিত্তিক পদ্ধতি হিসেবে ক্রমবর্ধমানভাবে স্বীকৃত হয়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা এখন আমাদের যোগব্যায়ামকে কেবল ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবেই নয়, বরং একটি শক্তিশালী জনস্বাস্থ্য হস্তক্ষেপ হিসেবেও বুঝতে সাহায্য করছে।

মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইয়োগা (এমডিএনআইওয়াই)-কে ডব্লিউএইচও-এর ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা কেন্দ্র (যোগা) হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে এবং ২০২৫-২০২৯ সময়ের জন্য এটিকে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে, যা যোগ গবেষণায় ভারতের নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করে। এই স্বীকৃতি অ-সংক্রামক রোগের (এনসিডি) জন্য প্রমাণ-ভিত্তিক যোগ হস্তক্ষেপ প্রচারে ইনস্টিটিউটের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে প্রতিফলিত করে। এই প্রচেষ্টার মূল অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে আয়ুষ মন্ত্রণালয়, দিল্লির এইমস, লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ, সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন ইউনানি মেডিসিন এবং ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালাইড সায়েন্সেস, দিল্লি।

এই সহযোগিতার মাধ্যমে, কেন্দ্রটি ডায়াবেটিস, স্থূলতা এবং স্ট্রেস-সম্পর্কিত ব্যাধির মতো অ-সংক্রামক রোগের জন্য যোগ-ভিত্তিক হস্তক্ষেপের উপর প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা তৈরি করছে এবং গবেষণা এগিয়ে নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও এই প্রচেষ্টায় অংশীদারিত্ব করছে, যোগের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করছে এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার জন্য একটি স্কেলেবল, সাশ্রয়ী এবং প্রমাণ-সমর্থিত হাতিয়ার হিসাবে এর সম্ভাবনা প্রদর্শন করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে, এমডিএনআইওয়াই যোগের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে চলেছে। শারীরবিদ্যা, জৈব রসায়ন, জৈবযন্ত্রবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগারের মাধ্যমে, ইনস্টিটিউট যোগের মনো-শারীরবৃত্তীয় এবং জৈব রাসায়নিক প্রভাব, বার্ধক্যে এর ভূমিকা এবং জীবনধারা-সম্পর্কিত ব্যাধিগুলির উপর এর প্রভাব পরীক্ষা করে। এই কাজটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক বৈধতার সাথে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকে একীভূত করার ভারতের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি যোগের প্রসারকে আরও প্রসারিত করেছে, প্রমাণ- ভিত্তিক অনুশীলনগুলিকে সরাসরি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে এসেছে। এম-যোগ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়াই-ব্রেক প্রোটোকলের মতো উদ্যোগগুলি দেখায় যে কীভাবে যোগের সত্যতা এবং থেরাপিউটিক মূল্য বজায় রেখে স্কেলে সরবরাহ করা যেতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় তৈরি এম-যোগ প্ল্যাটফর্মটি ১.১ লক্ষেরও বেশি ডাউনলোড রেকর্ড করেছে, যা অ্যাক্সেসযোগ্য ডিজিটাল সুস্থতা সরঞ্জামগুলির প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহকে প্রতিফলিত করে, অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে যোগ প্রোগ্রাম ওয়াই-ব্রেক - কর্মক্ষেত্রে ৫-১০ মিনিটের একটি সহজ যোগ বিরতি - ইতিমধ্যে ৩৩ লক্ষেরও বেশি সরকারি কর্মকর্তাকে উপকৃত করেছে।

এই উদ্যোগগুলি থেকে গবেষণার ফলাফল এবং সম্পৃক্ততা বিশ্লেষণ অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। নিয়মিত ওয়াই ব্রেক অনুশীলন কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনুভূত চাপ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে দেখা গেছে। গবেষণায় মানসিক সতর্কতা, মানসিক স্থিতিস্থাপকতা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের উন্নতির পাশাপাশি কর্টিসলের মাত্রার মতো শারীরবৃত্তীয় সূচকগুলিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। শারীরিক সুবিধার মধ্যে রয়েছে ঘাড়, কাঁধ এবং পিঠের নিচের দিকের অস্বস্তি হ্রাস, শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলনের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের দক্ষতা উন্নত করা এবং সামগ্রিক জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করা - আজকের বসে থাকা, স্ক্রিন-চালিত কর্মক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ফলাফল। ওয়াই-ব্রেক অনুপস্থিতি কমাতে, কর্মীদের মনোবল উন্নত করতে এবং স্বাস্থ্যকর কর্ম-জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতেও অবদান রেখেছে, যা ব্যক্তিগত এবং সাংগঠনিক সুস্থতা উভয়কেই শক্তিশালী করার জন্য যোগের সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। এমডিএনআইওয়াই এবং সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন যোগা অ্যান্ড নেচারোপ্যাথি দ্বারা যৌথভাবে আয়োজিত ন্যাচারোপ্যাথি- ২০২৬- এর জাতীয় সম্মেলনেও বৈজ্ঞানিক বৈধতার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা তুলে ধরেছেন যে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় যোগকে একীভূত করতে এবং পরিমাপযোগ্য স্বাস্থ্য ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য কঠোর গবেষণা, আন্তঃবিষয়ক সহযোগিতা এবং শক্তিশালী ডিজিটাল সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। এই উন্নয়নগুলি যোগব্যায়ামের বিশ্বব্যাপী ধারণার একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রতিফলিত করে। এটি এখন কেবল ব্যক্তিগত সুস্থতা অনুশীলন হিসেবেই দেখা হচ্ছে না বরং জনস্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুস্থতা- ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগের পথ হিসেবে ক্রমবর্ধমানভাবে দেখা হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে ঐতিহ্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে, যোগব্যায়াম বিশ্বব্যাপী যোগ ক্রান্তির পিছনে একটি চালিকা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক সুস্থতা খাতে ভারতের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করছে। ১৩ মার্চ, যা ২১শে জুন আসন্ন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ১০০ দিনের কাউন্টডাউন চিহ্নিত করে, এটি যোগব্যায়াম কীভাবে বিকশিত হচ্ছে তা প্রতিফলিত করার সুযোগ করে দেয়-একটি প্রাচীন অনুশীলন থেকে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, প্রমাণ-ভিত্তিক পথ। এই ১০০ দিনকে প্রতিদিনের যোগব্যায়াম অনুশীলন শুরু বা পুনর্নবীকরণের জন্য একটি মৃদু অনুস্মারক হিসেবে কাজ করতে দিন এবং আমাদের পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সম্প্রদায়কে যোগব্যায়ামকে জীবনের একটি উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করুন।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যোগব্যায়ামকে একীভূত করে, আমরা কেবল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকেই শক্তিশালী করি না বরং সামগ্রিক সুস্থতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সামাজিক সম্প্রীতিকেও উৎসাহিত করি। আজ, গবেষণা, প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে, ভারত পরবর্তী সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে - যোগের চিরন্তন জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিকভাবে বৈধ এবং বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য, ভারসাম্য এবং সুস্থতার জন্য সর্বজনীনভাবে সহজে গমনযোগ্য পথে রূপান্তরিত করা।

শিবাজী মহারাজের জীবনী ও বীরত্বগাথা

গত সংখ্যার পর—

পর্ব-১৪

কোণ্ডানা দুর্গ জয়

দাদাজীর মৃত্যুর পর শিবাজীর উপর সমস্ত কাজের একক দায়িত্ব এসে পড়ল। তখন তাঁর বয়স ষোল বছর পূর্ণ হয়ে সতেরোয় পড়েছে। এই সময়ে শিবাজীর অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন শ্যামরাজ পন্ত পেশোয়া, সোনোপন্ত, রঘুনাথ পন্ত, পন্তাজী গোপীনাথ, মনকোজী দহাতোণ্ডে ইত্যাদি প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা। তাছাড়া ছিলেন তুকোজী সরনৌবৎ ও তাঁর অধীনে তানাজি,এসাজী প্রমূখ বীর যুবকবৃন্দ।

দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যু-সংবাদ বিজাপুরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ শিরবলের মিয়া রহিম মোহম্মদকে কোণ্ডানা দুর্গে গিয়ে থাকার হুকুম পাঠালেন। শিবাজী আগেই বুঝেছিলেন যে মিয়া রহিম আমাদের খুবই কষ্ট দিতে পরে, তাই কেমন করে তাড়াতাড়ি কোণ্ডানা দখল করা যায়, তিনি গভীরভাবে এই চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। এই সময় সিদ্দি অম্বর নামে এক পুরাতন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোণ্ডানার দুর্গ রক্ষকের পদে বহাল ছিল। সেই কারণে এই দুর্গ জয় করা অত্যন্ত কঠিন সে কথা শিবাজী উপলব্ধি করেছিলেন। রাজগড় থেকে ঈশান কোণে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে কোণ্ডানা দুর্গ অবস্থিত। কোণ্ডানাকে স্বরাজের অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে এই ছিল শিবাজীর দৃঢ়সঙ্কল্প।

রাজা তার মনোবাসনা বাপুজী মুদগল দেশপান্ডেকে জানালেন এবং বললেন, যেমন করেই হোক কোণ্ডানা দখল করতেই হবে। বাপুজী ছিলেন কোণ্ডানার দক্ষিণে অবস্থিত খেড়েবারার দেশপান্ডে এবং ঐ দুর্গের সমস্ত আট-ঘাট ছিল তার নখ-দর্পণে। তিনি জানতেন, ছয় মাস ধরে যুদ্ধ করলেও কোণ্ডানা দখল করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু শিবাজী যখন আমার উপর এতখানি আস্থা রাখেন তখন কর্তব্য-নিষ্ঠা ও কর্মক্ষমতাও আমি প্রমাণ করব। এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বাপুজী একাই যাত্রা করলেন কোণ্ডানার উদ্দেশ্যে।

আর সত্যিই তারিফ করতে হয় বাপুজীর সূক্ষ্ম বুদ্ধির। না জানি কোন কৌশলে তিনি কোণ্ডানার প্রহরীদের ভুলিয়ে হাত করলেন এবং তাঁর নিজের বিশ্বস্ত অনুগামীদের নিয়ে নিঃশব্দে দুর্গে প্রবেশ করেন একবারে বিনা রক্তপাতে কোণ্ডানা দখল করে নিলেন। কোণ্ডানা দুর্গের উপর স্বাধীনতার গৈরিক পতাকা উড্ডীন হল। এত দ্রুত ও বিনা যুদ্ধে কোণ্ডানা অধিকার হওয়ায় শিবাজী ও জননী জিজাবাঈ বাস্তবিকই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। রাজা শিবাজী বাপুজী মুদগল দেশপান্ডেকে যথোচিত সম্মানে ও পুরস্কারে ভূষিত করলেন।

ওদিকে মিয়া রহিম মোহম্মদ মনের আনন্দে যখন কোণ্ডানাতে ঘাঁটি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে তখন মাঝ পথেই খবর পেল যে 'ভোঁসলের ছোকরা' কোণ্ডানা দখল করে নিয়েছে। শিরবল ফিরে গিয়ে সে তাড়াতাড়ি বিজাপুরে খবর পাঠাল, কারণ এর চেয়ে বেশি কিছু করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বিজাপুর দরবারে শিবাজী সম্বন্ধে এত দিন যেসব সংবাদ পাঠানো হয়েছিল, সেগুলি বাদশাহ মোটেই আমল দেননি, কিন্তু কোণ্ডানা দখলের সংবাদ শুনে বাদশাহ খুব রেগে উঠলেন। শাহাজীর ছেলে এত বড় দুঃসাহস। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, পলকের মধ্যে চুপচাপ দুর্গ দখল করে নিল ! তাহলে তো শিবাজীকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না।

কোণ্ডানা অধিকার করে তৎপরতার সঙ্গে তার যাবতীয় সুবন্দোবস্ত করার পর শিবাজীও চুপ করে বসে রইলেন না। একটুও সময় নষ্ট না করে তিনি অকস্মাৎ একেবারে খাস শিরবলের থানাই আক্রমণ করে দিলেন এবং মিয়া রহিম মোহম্মদকে চিন্তা করার একটুও সময় না দিয়ে শিবাজীর মাবল বীর সৈনিকরা সুভানমঙ্গল দুর্গ অধিকার করে নিয়েছিল।

পর্ব-১৫

গভীর ষড়যন্ত্র ও শাহাজী গ্রেপ্তার শিবাজীর সুভানমঙ্গল দুর্গ অধিকারের খবর যথাসময়ে বাদশাহের কাছে পৌঁছুল। এতটুকু একটা ছেলের এই সব কাণ্ড-কারখানা এবার বাদশাহকে বড়ই বিচলিত করল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ছেলেটি খুব সাধারণ বালক নয় এবং তাকে দমন করা হয়তো খুব সহজ হবে না। তবে একজন সর্দারের সঙ্গে কিছু সৈন্য ও কয়েকখানা কামান পাঠিয়ে তাকে ঠান্ডা করা যেতে পারে। কিন্তু শাহাজী যখন জানতে পারবেন যে তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে বাদশাহ সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়েছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হবেন। কর্ণাটকে তাঁর হাতে পনের হাজার সৈন্য আছে এবং তাঁর বিদ্রোহ করার অভ্যাসও বাদশাহের সুবিদিত। তাছাড়া, দক্ষিণের হিন্দু রাজারা শাহাজীকে খুব ভালোবাসে। অতএব তারাও যে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে না, সে কথা বলা যায় না। শাহাজী বীর ও অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিন বছর ধরে নিজামশাহীকে নিজের কোলের মধ্যে আগলে রেখে ক্রমান্বয়ে দিল্লীর সঙ্গে লড়াই করেছেন। অতএব, শিবাজীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের আগে শাহাজীর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

ইতিমধ্যে দিল্লি থেকে বাদশাহ আদিলশাহের অত্যন্ত প্রিয় সর্দার আফজাল খাঁ বাদশাহের কাছে একটি পত্র পাঠালেন। তিনি লিখলেন শাহাজীরাজে ভোঁসলে, বাদশাহের সঙ্গে বেইমানি আরম্ভ করেছে। ভিতরে ভিতরে সে বাদশাহের শত্রুদের মদত জোগাচ্ছে। বাদশাহ যেন এই বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

আফজাল খাঁয়ের চিঠি পড়ে বাদশাহ আরো উদ্বিগ্ন হলেন। শিবাজীকে ধরতে গেলে শাহাজী নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করবে, এবং শাহাজীকে ধরতে গেলে সে আমার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেবে। তাছাড়া কুতুবশাহ ও মোগলরা তো বিজাপুরের বিরুদ্ধে ওৎ পেতেই আছে। এই সুযোগকে ওরা কাজে লাগাতে ছাড়বে না নিশ্চয়ই। বাদশাহ চিন্তায় পড়লেন কী করা যায় ?

বাদশাহ তাঁর মন্ত্রী মোস্তফাখানের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। মোস্তফাখান বাদশাহকে পরামর্শ দিলেন যে, অত্যন্ত গোপনে শাহাজীকে গ্রেফতার করা হোক এবং শিবাজীর বিরুদ্ধেও সৈন্যবাহিনী পাঠানো হোক। এই ষড়যন্ত্রের কথা খুব গোপন রাখা হলো এবং বাদশাহের অত্যন্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন লোক ছাড়া কেউ জানতে পারল না।

ওদিকে যখন গোপন ষড়যন্ত্র অনুযায়ী মুস্তাফাখানের ফৌজ এগিয়ে চলেছে, তখন এদিকে শিবাজী ও চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তার সংকল্প-সিদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত শাহাজী বা শিবাজী কেউই জানতেন না তাঁদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর এক সংকট ঘনিয়ে আসতে চলেছে।

এদিকে শাহাজীরাজার শিবির ছিল জিঞ্জীর কাছেই। মুস্তাফাখানের আগমন বার্তা পেয়ে বাদশাহী রীতি অনুযায়ী শাহাজী তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেলেন। মুস্তাফাখান শাহাজীর শিবিরের কাছেই তার সৈন্যবাহিনীর শিবির স্থাপন করার আদেশ দিল এবং শাহাজীর সঙ্গে অত্যন্ত ভালবাসা ও বন্ধুত্বের অভিনয় শুরু করে দিল। মুস্তাফাখান বুঝতে পেরেছিল যে শাহাজীর সৈনিক ও সর্দাররা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করে, সুতরাং সহজে শাহাজীকে বন্দী করা যাবে না। অতএব, শাহাজীর আস্থা অর্জনের জন্য প্রতিদিন নতুন-নতুন উপহার নিয়ে তাঁর সঙ্গে একেবারে পরম আত্মীয়ের মত ব্যবহার শুরু করে দিল। কথায় কথায় একদিন শাহাজীকে একথাও বলল, "আমি কোরান এবং আমার পুত্র অতিশ খানের নামে কসম খেয়ে বলছি যে আমার হাত দিয়ে রাজা শাহাজীর কখনো, কোনো ক্ষতি হবে না।।" ক্রমে শাহাজীরাজারও মনে হতে লাগল যে মুস্তফাখানের মতো ভালো মানুষ আর হয় না। এমন সময় একদিন গভীর রাত্রে মুস্তাফাখান অতি গোপনে সব সর্দারদের নিজের তাঁবুতে সমবেত করল। সর্দারদের মধ্যে ছিল আফজল খাঁ, বাজী ঘোরপড়ে, ইয়াকুৎ খান, আজম খান, রাঘো মম্বাজী, বেদাজী ভাস্কর, বালাজী হৈবৎরাও, সিধোজী পাওয়ার, মম্বাজী ভোঁসলে প্রমুখ। মুস্তফাখান তাদের বলল, আমরা বাদশাহের বিশ্বস্ত সর্দার এবং যে কাজে তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন, প্রাণ দিয়েও আমাদের সে কাজ করতে হবে। এখন শাহাজী ও তার সৈন্যরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তাই তারা অচেতন ও অসতর্ক হয়ে আছে। আপনারা সৈনিকদের তৈরি রাখুন এবং শাহাজীর শিবির আক্রমণ করুন। আজ রাতেই শাহাজীকে গ্রেফতার করতে হবে। সকলে যখন ঘুমে অচেতন, সেই সময় মুস্তাফাখান নিজে না গিয়ে, পিছন থেকে আক্রমণ পরিচালনা করতে লাগল। নিশুতি রাতে হঠাৎ চারিদিকে প্রচণ্ড চিৎকার হৈ-হল্লা শুনে শাহাজীর ঘুম ভেঙে গেল এবং শিবির আক্রান্ত হয়েছে বুঝতে পেরে তৎক্ষনাৎ ঢাল-তলোয়ার বর্শা নিয়ে তৈরি হয়ে নিজের ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু ইতিমধ্যে শাহাজীর অসতর্ক সৈন্যবাহিনীকে একেবারে তছনছ করে শাহাজীর তাঁবুর দিকে ছুটে গেল বাজী ঘোরপড়ে, তার সঙ্গে গেল তার তিন ভাই খন্ডোজী, অম্বাজী ও ভানাজী এবং শাহাজীর আর এক ব্যক্তিগত শত্রু যশোবন্তরাও বাড়বে। খন্ডোজী পাটিল নামে শাহাজীর এক বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রভুর বিপদের সংকেত পেয়েই তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বাজি ঘোরপড়েও তার লোকজনের উপর আক্রমণ করল। একা অনেকক্ষণ লড়াই করে সে এদের আটকে রাখার চেষ্টা করল, কিন্তু অবশেষে বাজীর গদার আঘাতে সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ বীরের মতো মৃত্যু বরণ করল। শাহাজী রাজাও ঢাল-তলোয়ার নিয়ে লড়াই করেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁর সামনে রক্তের সম্পর্কিত, নিকট-আত্মীয় বাজী ঘোরপড়ে উপস্থিত হল, যার জন্য শাহাজী কত রকম কষ্ট সহ্য করে তাকে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করলেন। মুস্তাফাখান ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে লাগিয়ে তার 'কসমের' মর্যাদা রক্ষা করেছে ! বাজীর সঙ্গে আরও বহু সৈনিক এসে শাহাজীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শাহাজী বীরের মত তাদের আক্রমণ প্রতিহত করলেন এবং কয়েকজন শত্রু-সৈন্যকে নিমেষে খতম করে দিলেন। কিন্তু একা এতজনের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে-করতে হঠাৎ শাহাজী অচৈতন্য হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন এবং বাজী ঘোরপড়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। যিনি একই সঙ্গে সঙ্গে মোগল সম্রাট শাহাজাহান ও বিজাপুরের আদিলশাহকে বছরের পর বছর ধরে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, সেই দুর্ধর্ষ সাহসী বীর শাহাজী আজ বিশ্বাসঘাতকের লৌহ- শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলেন, সেই ভয়ঙ্কর দিনটি ছিল ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ শে জুলাই। **সমাপ্ত**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সংসদ ভবনে ৩০টিরও বেশি দেশের সাংসদ ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক ওম বিড়লার

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশের সাংসদ ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংসদ ভবনে সাক্ষাৎ করলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। শুক্রবার অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, সংসদীয় প্রথা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যপ্রণালী কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। আলোচনায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম, সাংসদীয় পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং বর্তমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মতো বিষয় উঠে আসে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এই বৈঠক সম্পর্কে জানিয়ে ওম বিড়লা বলেন, এই সাক্ষাৎকার বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি নিয়ে অর্থবহ মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি করেছে।

তিনি জানান, প্রতিনিধিদল ভারতের সংসদের শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামো, সংসদের কার্যপ্রণালী এবং দীর্ঘ ঐতিহ্যকে কাছ থেকে দেখে প্রশংসা করেছেন। ভারতের সংসদের কাঠামো, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার দেখে প্রতিনিধিরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এই আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদল বর্তমানে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এনএক্সটি কনক্লেভ ২০২৬-এ অংশ নিতে ভারতে এসেছে। নীতি-নির্ধারণ, শিক্ষা, ব্যবসা, রাজনীতি এবং বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন।

এদিকে বৃহস্পতিবার লোকসভায় নিজের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ হওয়ার পর প্রথমবার বক্তব্য রাখেন ওম বিড়লা। তিনি বলেন, সংসদের কার্যক্রম সর্বদা নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতি মেনেই পরিচালিত হয়।

তিনি জানান, স্পিকারের বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাব নিয়ে প্রায় ১২ ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে এবং এই বিতর্কের উদ্দেশ্য ছিল সংসদ সদস্যদের মতামত ও উদ্বেগ বোঝা।

লোকসভা যে ভারতের জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছার প্রতিফলন, সেটিও তিনি উল্লেখ করেন। নিজের মেয়াদকালে তিনি সব সদস্যকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বলেও জানান তিনি।

ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা সত্ত্বেও ভারতের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়াল ফিচ

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝেও ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়াল আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং সংস্থা ফিচ রেটিং। সংস্থার সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের মার্চে শেষ হওয়া অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৫ শতাংশ হতে পারে, যা আগের ৭.৪ শতাংশ পূর্বাভাসের তুলনায় কিছুটা বেশি।

ফিচ জানিয়েছে, শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদাই ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভোক্তা ব্যয় প্রায় ৮.৬ শতাংশ এবং বিনিয়োগ প্রায় ৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, জিএসটি আদায়, উৎপাদন খাতের কার্যকলাপ, বিমানযাত্রা এবং ডিজিটাল পেমেন্টের মতো উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সূচকগুলি দেখাচ্ছে যে বৈশ্বিক বাণিজ্যের ধীরগতির মতো চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও ভারতের অর্থনীতি স্থিতিশীল গতিতে এগোচ্ছে।

বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে গত কয়েক মাসে ভারতের অর্থনীতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে অন্যতম বলেও উল্লেখ করেছে ফিচ। শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা, পরিষেবা খাতের স্থিতিশীল কার্যকলাপ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারের ধারাবাহিক বিনিয়োগ এই প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করছে।

তবে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে কিছুটা ধীরগতির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ক্রয় ব্যবস্থাপকদের সূচক-এর তথ্য সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেও সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি এখনও স্থিতিশীল রয়েছে এবং ঋণ বৃদ্ধির হার দ্বি-অঙ্কে রয়েছে।

ফিচের মতে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমতে পারে। বাড়তি মূল্যস্ফীতি বাস্তব আয়কে প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে ভোক্তা ব্যয়ের বৃদ্ধি সীমিত হতে পারে।

এদিকে দেশের জিডিপি-র ভিত্তিবর্ষ ২০২২-২৩-এ পুনর্নির্ধারণের পর ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৮ শতাংশে নেমে এসেছে, যা আগের ত্রৈমাসিকে ছিল ৮.৪ শতাংশ।

স্বল্পমেয়াদে ভারতে বিনিয়োগের বৃদ্ধির হার কিছুটা কমতে পারে বলেও জানিয়েছে ফিচ। তবে আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি এবং প্রকৃত সুদের হার কমলে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিনিয়োগ ফের বাড়তে পারে।

ফিচের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ৬.৭ শতাংশ এবং ২০২৭-২৮ অর্থবর্ষে ৬.৫ শতাংশে নেমে আসতে পারে।

বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রেও সংস্থাটি ২০২৬ সালে ২.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে, যা আগের ডিসেম্বরের পূর্বাভাসের তুলনায় কিছুটা বেশি। তবে সাম্প্রতিক তেলের দামের বৃদ্ধি সাময়িক হলে তবেই এই প্রবৃদ্ধি সম্ভব বলে জানিয়েছে ফিচ।

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, ২০২৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর অর্থনীতি প্রায় ২.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্যদিকে চীন-এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২৫ সালের ৫ শতাংশ থেকে কমে ২০২৬ সালে প্রায় ৪.৩ শতাংশে নেমে আসতে পারে, মূলত ভোক্তা ব্যয়ের দুর্বল বৃদ্ধির কারণে।

ডিএ সঙ্কট: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানতে ব্যর্থতার অভিযোগে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ সিপিএমের

কলকাতা, ১৩ মার্চ : মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বকেয়া পরিশোধ নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সিপিএম শুক্রবার তীব্র সমালোচনা করল পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। দলের নেতারা অভিযোগ করেছেন, সুপ্রিম কোর্ট-এর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার তা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সিপিএম নেতা ও আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের সুপ্রিম কোর্টের রায় কার্যকর করাতে ধর্মঘটে যেতে হচ্ছে।"

তিনি বলেন, একটি সাংবিধানিক সরকারের উচিত ছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ দ্রুত কার্যকর করা। কিন্তু রাজ্য সরকার তা করছে না বলেই কর্মচারীরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠন একত্রিত হয়ে গঠিত মঞ্চ সংগ্রামী যৌথো মঞ্চ শুক্রবার রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতির ডাক দেয়। তাদের অভিযোগ, ডিএ বকেয়া মেটানো নিয়ে রাজ্য সরকারের উদাসীনতা এবং গড়িমসির প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি।

অন্যদিকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, শুক্রবার কর্মচারীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। বৈধ ছুটি না থাকলে অনুপস্থিত থাকলে বেতন কাটা যেতে পারে।

এই বিজ্ঞপ্তির প্রতিক্রিয়ায় বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, কর্মচারীরা এই ধরনের হুমকিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাঁদের লক্ষ্য একটাইনিজেদের আইনি অধিকার নিশ্চিত করা।

সিপিএম নেতা ও আইনজীবী সায়ন ব্যানার্জি-ও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এই সরকার সুপ্রিম কোর্ট, ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্টকোনও আদালতের নির্দেশকেই গুরুত্ব দেয় না।

তিনি আরও বলেন, সুপ্রিম কোর্ট অনেক আগেই জানিয়েছে যে ডিএ কর্মচারীদের অধিকার এবং বকেয়া সহ অন্তত ২৫ শতাংশ অর্থ পরিশোধ করা উচিত। সেই দাবিতেই কর্মচারীরা আন্দোলনে নেমেছেন এবং তিনি নিজেও তাদের সমর্থনে মিছিলে অংশ নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত মাসে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় যে ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া ডিএর অন্তত ২৫ শতাংশ আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে সমতা রেখে ধাপে ধাপে ডিএ প্রদান নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত নিয়ে উদ্বেগ, যুদ্ধবিরতির আহ্বান আসিয়ান বিদেশমন্ত্রিদের

ম্যানিলা, ১৩ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের প্রেক্ষিতে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠন দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতির সংস্থা (আসিয়ান)-এর বিদেশমন্ত্রীরা। শুক্রবার এক বিশেষ ভার্চুয়াল বৈঠকে তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানান।

বর্তমান আসিয়ান চেয়ারম্যান ফিলিপাইন-এর উদ্যোগে এই বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্যের দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং তার আসিয়ান অঞ্চলের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকের পর প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর ইরানের বিরুদ্ধে হামলা এবং তার পরবর্তী সময়ে জ্জন্থদ্র-এর পাল্টা আক্রমণের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা দ্রুত বেড়েছে।

ইরানের পাল্টা হামলায় বাহরাইন, জর্ডান, ইরাক, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সিরিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত-সহ একাধিক দেশের নাম উঠে এসেছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

আসিয়ান বিদেশমন্ত্রীরা বিবৃতিতে বলেন, এই সংঘাত বেসামরিক মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি তৈরি করছে এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার ওপরও বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

তাঁরা সব পক্ষকে সংযম দেখানোর আহ্বান জানান এবং আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষ করে জাতিসংঘ-এর সনদ মেনে চলার ওপর জোর দেন। একই সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাতে বেসামরিক মানুষ ও অবকাঠামো সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়।

বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের ফলে বিশ্ব অর্থনীতি, বিশেষ করে জ্বালানি বাজার এবং সামুদ্রিক ও আকাশপথ পরিবহণের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়েও আলোচনা হয়। আসিয়ান দেশগুলি স্থিতিশীল ও নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য পথ বজায় রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে।

এছাড়া আঞ্চলিক জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং সম্ভাব্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধাক্কা মোকাবিলায় আসিয়ান দেশগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়।বৈঠকে নবায়নযোগ্য ও বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো, বাণিজ্য সহজ করা, লজিস্টিক সংযোগ শক্তিশালী করা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল আরও স্থিতিশীল করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতির সংস্থা ১৯৬৭ সালের আগস্টে থাইল্যান্ডে ব্যাংকক ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ১১টি দেশ এই সংগঠনের সদস্য।

বাজেট অনুদান বিতর্কে আমলাদের অনুপস্থিতি রিপোর্ট চাইলেন মহারাষ্ট্র বিধানসভার স্পিকার

মুম্বই, ১৩ মার্চ : বাজেট অনুদান সংক্রান্ত আলোচনার সময় শীর্ষস্তরের আমলাদের অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে রিপোর্ট জমা দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিলেন মহারাষ্ট্র বিধানসভার স্পিকার রাহুল নারওয়েকার।

শুক্রবার তিনি আইন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাতিল-কে নির্দেশ দেন যে, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এবং প্রধান সচিব পদমর্যাদার যেসব আমলা বাজেট অনুদান সংক্রান্ত আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন না, তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার রিপোর্ট ১৬ মার্চের মধ্যে জমা দিতে হবে।

এই বিষয়টি প্রথম উত্থাপন করেন এনসিপি (এসপি) বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী জয়ন্ত পাতিল। তিনি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আগে নির্দেশ দেওয়া হলেও নগরোন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ও বিশেষ সহায়তা, আবাসন, পর্যটন ও সংস্কৃতি এবং অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ দপ্তরের বাজেট অনুদান নিয়ে আলোচনার সময় অফিসার্স গ্যালারিতে কোনও অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বা প্রধান সচিব উপস্থিত ছিলেন না।

বিষয়টিকে গুরুতর বলে স্বীকার করে স্পিকার বলেন, সোমবার বিধানসভায় এ বিষয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

এর আগে ১০ মার্চও স্পিকার রাহুল নারওয়েকার আমলাদের কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ আইনসভা বিতর্কের সময় যদি সচিব পর্যায়ের আধিকারিকরা গ্যালারিতে উপস্থিত না থাকেন, তবে বিধানসভা প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে।

এদিকে প্রাক্তন স্পিকার ও জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি নেতা দিলীপ ওয়ালসে পাতিল-ও প্রশাসনিক অনুপস্থিতির বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাজেট আলোচনা বিধানসভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির একটি। এই সময় মুখ্য সচিব, অর্থ সচিব এবং পরিকল্পনা সচিবের মতো শীর্ষ আমলাদের উপস্থিত থেকে বিধায়কদের মতামত ও প্রস্তাব নথিবদ্ধ করা উচিত।

তিনি আরও বলেন, নির্দিষ্ট দপ্তরের আলোচনা চলাকালীন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা জরুরি।

কাবুলে বিমান হামলায় নিহত ৪, আহত ১৪: রাষ্ট্রসংঘ

কাবুল, ১৩ মার্চ : আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের পুল-ই-চারখি এলাকায় বিমান হামলায় অন্তত চারজন নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় নারী ও শিশুরাও আহতদের মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছে আফগানিস্তানে জাতিসংঘ সহায়তা মিশন (ইউনামা)।

শুক্রবার ইউনামা এক বিবৃতিতে জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে কাবুলের পুল-ই-চারখি এলাকায় হওয়া বিমান হামলায় এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি রোধে অবিলম্বে সংঘর্ষ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের এই সংস্থা।

সংস্থাটি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ জানিয়েছে, "গত রাতে কাবুলের পুল-ই-চারখি এলাকায় বিমান হামলার ফলে অন্তত চারজন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়েছেন। আরও প্রাণহানি ঠেকাতে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হচ্ছে।"

ইউনামার তথ্য অনুযায়ী, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে চলমান সংঘর্ষে আফগানিস্তান-এ অন্তত ৭৫ জন নিহত এবং ১৯৩ জন আহত হয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী ও শিশুরাই এর শিকার।

এদিকে তালেবান-এর মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ অভিযোগ করেছেন, পাকিস্তান-এর সেনাবাহিনী কাবুল, কান্দাহার, পাকতিয়া এবং পাকতিকা-সহ একাধিক আফগান প্রদেশে নতুন করে সামরিক হামলা চালিয়েছে, যাতে বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

মুজাহিদ দাবি করেন, পাকিস্তানি বাহিনী কিছু জায়গায় সাধারণ মানুষের বাড়িঘর লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে, যার ফলে নারী ও শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আবার কোথাও জনবসতিহীন এলাকাতেও বোমাবর্ষণ করা হয়েছে।

এই হামলাকে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন বলে নিন্দা করেছে তালিবান সরকার। মুজাহিদ বলেন, রমজানের শেষ দশকে এবং ঈদুল ফিতরের ঠিক আগে এই ধরনের হামলা মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, পাকিস্তানি সামরিক বিমান কান্দাহার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে বেসরকারি বিমান সংস্থা কাম এয়ার-এর জ্বালানি সংরক্ষণাগারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এই সংস্থাটি বেসামরিক বিমান ও রাষ্ট্রসংঘের বিমানে জ্বালানি সরবরাহ করে বলে তিনি দাবি করেন।

PNIeT-14/E.E/Div.-IV/AMC/25-26 Date:12/03/2026

Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works:

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:39/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID -2026_SAMC_71545_1	Rs. 8,75,019	Rs. 17,500	60(Sixty) Days	19/03/2026 15.00 Hrs	19/03/2026 16.00 Hrs (If Possible)	https://tripuratenders.gov.in	Enlisted Contractor/Appropriate Class
2	DNIe-T No:40/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID -2026_SAMC_71548_1	Rs. 4,85,036	Rs. 9,701					
3	DNIe-T No:41/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID -2026_SAMC_71551_1	Rs. 10,66,375	Rs. 21,328					
4	DNIe-T No:42/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID -2026_SAMC_71552_1	Rs. 4,21,507	Rs. 8,430					
5	DNIe-T No:43/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID -2026_SAMC_71554_1	Rs. 24,36,783	Rs. 48,736					
6	DNIe-T No:44/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID -2026_SAMC_71556_1	Rs. 3,27,729	Rs. 6,555					
7	DNIe-T No:45/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID -2026_SAMC_71558_1	Rs. 10,42,691	Rs. 20,854					
8	DNIe-T No:46/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID -2026_SAMC_71561_1	Rs. 8,12,721	Rs. 16,254					
9	DNIe-T No:47/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID -2026_SAMC_71562_1	Rs. 7,71,803	Rs. 15,436					
10	DNIe-T No:48/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID -2026_SAMC_71564_1	Rs. 2,90,432	Rs. 5,809					

Other Necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Enginer, P.W. Div-IV, AMC at City Centre 4th Floor in the office hour.

NB: This detailed Press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P.W. Division No-IV
Agartala Municipal Corporation

ভারতীয় বায়ু সেনা INDIAN AIR FORCE

JOIN INDIAN AIR FORCE AS AN AGNIVEERVAYU

INDIAN AIR FORCE INVITES UNMARRIED INDIAN MALE AND FEMALE CANDIDATES TO APPEAR IN RECRUITMENT RALLY FROM 20 MAR 2026 TO 23 MAR 2026 TO JOIN THE IAF AS AGNIVEERVAYU (OTHER THAN SCIENCE) INTAKE 02/2026 AT SHILLONG (MEGHALAYA).

1	**Venue/ Location**	HQ Eastern Air Command IAF, Nonglyer PO Upper Shillong, Meghalaya-793009
2	**Marital Status and Date of Birth Block**	Candidate should be unmarried and born between **02 July 2005 and 02 January 2009 (both dates inclusive)**
3	**Educational Qualification**	Candidate should have passed Intermediate/ 10+2/ Equivalent Examination in any stream/ subjects from Education Boards recognised by Central/ State/ UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English. **OR** Passed two years Vocational Course from Education Boards recognised by Central/ State/ UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English in Vocational Course (or in Intermediate/Matriculation if English is not a subject in Vocational Course). **OR** Passed Three years Diploma Course in Engineering (Mechanical Electrical/ Electronics/ Automobile/ Computer Science/ Instrumentation Technology/ Information Technology) from Central, State and UT recognised Polytechnic institute with 50% marks in aggregate and 50% marks in English in Diploma Course (or in Intermediate/Matriculation, if English is not a subject in Diploma Course). **Note-1.** Education Boards recognised by Central, State and UT as on date of selection test shall only be permitted. **Note-2.** Exact aggregate percentage of marks before decimal as written in the marks sheet of 10+2/ Intermediate/ Equivalent Examination/ Three years Diploma Course/ Two years vocational course OR calculated as per the rules of concerned Education Board/ Polytechnic Institute shall only be considered (For example 49.99% should be taken as 49% and not to be rounded off to 50%).
4	**Stream**	Agniveervayu (other than science).
5	**Time & date of Rally**	Reporting time at Rally Venue: **6 AM on 20 Mar (For female) and 22 Mar 26 (For male)** (as per details given below at Para 6) & Last time to report **1000 Hr**
6	**Domicile States Covered**	**20 Mar 26:** Female candidates of all districts of States of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Sikkim. **22 Mar 26:** Male candidates of all districts of States of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Sikkim.

FOR DETAILED ADVERTISEMENT LOG ON TO WEB PORTAL
https://agnipathvayu.cdac.in

CBC10803/11/0031/2526

Scan QR code for detailed information

কাজের সন্ধান

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ১৩০০ চাকরির সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। প্রায় প্রতিটি ব্যাঙ্কেই এখন নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। আই.ডি.বি.আই অর্থাৎ শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এক্সিকিউটিভপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, ব্যাঙ্কিং অথবা বীমা সেক্টরে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ এপ্রিল থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এক্সিকিউটিভ পদে ১৩০০ জন নিয়োগ হচ্ছে ইড্বি অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ায়।

আই. ডি. বি. আই-তে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৩-২০২৬-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৫ বা, ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ১০ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন, মোট শূন্যপদ ১৩০০-এর মধ্যে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, গ্রেড-ও পদে ১১০০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৫৪টি, এসটি'র জন্য ৯৩টি, ওবিসি'র জন্য ২৮৭টি ও ইডব্লিএস-দের জন্য ১০৬টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৪৬০টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে ৪৪টি শূন্যপদ। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, গ্রেড-এ পদে ২০০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩০টি, এসটি'র জন্য ১৫টি, ওবিসি'র জন্য ৫৪টি ও ইডব্লিএস-দের জন্য ২০টিপদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৮১টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে ৮টি শূন্যপদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক ... যে কোনও ডিগ্রি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে একটি মাত্র মূল পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ২০০ নম্বরের মূল পরীক্ষা। প্রশ্নও করা হবে ২০০টি। সময় ২ ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, এবং কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগও রয়েছে আগরতলা কেন্দ্রে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ১২ এপ্রিলে। এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমেও পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। প্রয়োজনে নিয়োগকর্তারা সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমেও নিয়োগ করতে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ১৯ মার্চের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৯ মার্চ। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সিবিআই বা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় স্পেশালিস্ট ক্যাটেগরি অফিসার তথা ইঞ্জিনিয়ারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ, এমটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ, এপ্রিলে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে স্পেশালিস্ট ক্যাটেগরি অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদিপদে ২৭৫ জন নিয়োগ হচ্ছে সিবিআই বা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে৩৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধসীমা ভিন্নতর। এছাড়া, বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিতপদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ২৭৫-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৪১টি, এসটি'র জন্য ২০টি, ওবিসি'র জন্য ৭৪টি এবং ইডব্লিওএস-এর জন্য ২৭টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১১৩টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১১টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক। বিই/ বিটেক/ এমসিএ/ এমটেকপাশদেরও রয়েছে সুযোগ। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি এবং ফিনান্স সেক্টরে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকারপাবেন। আগ্রহীপ্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতারমাপকাঠি মিলিয়েআবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায় রাখা হয়েছে। পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে উত্তীর্ণ হওয়া বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশননম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৩ মার্চের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করার শেষ তারিখ ২৩ মার্চ। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তোলা হবে, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৪০ বাই ৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, হাতের বাঁ বুড়ো আঙুলের ছাপ ও হাতের লেখা ডিক্লারেশন স্ক্যান করে রাখতে হবে সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস সহ। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখুন, তাহলে অসম্পূর্ণ দরখাস্ত শেষ করা যাবে পরে। মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময়সাশ্রয়কারী। একমাত্র, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। (নেফট মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড গ্রহণযোগ্যতীত টাকা জমা দিতে পারেন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের প্রিন্ট-আউট ও রসিদ যত্ন করে রাখবেন। ইন্টারভিউয়ের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওয়ালা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওয়ালা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (এইমস্),**
শূন্যপদ ঃ ২৫৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি (নার্সিং) ... পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ১১ এপ্রিল, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এনসিসি স্পেশাল এন্ট্রি (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৯-২৫ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (শিল্পোন্নয়ণ ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (মেট্রো রেল)**
শূন্যপদ ঃ ২৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মার্চ,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এয়ারপোর্ট অথরিটি)**
শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ভারতীয় রেল)**
শূন্যপদ ঃ ৫,৩৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ইন কম্পিউটার সায়েন্স পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার (পাওয়ার কর্পোরেশন)**
শূন্যপদ ঃ ৭৩১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (বহিঃরাজ্যে)**
শূন্যপদ ঃ ৯১১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **রিসোর্স পার্সন, ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি ক্যাজুয়েল এসাইনি (ডিডিকে, আগরতলা)**
শূন্যপদ ঃ ১০-৩০টি (নির্দিষ্ট ঘোষণা পরে হবে),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, তবে নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
স্পিড পোস্টে বা, ই-মেইলে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৫ মার্চ,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্টের কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (আইওসিএল)**
শূন্যপদ ঃ ৪০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

পরীক্ষা ছাড়াই রেলে চাকরির লক্ষ্যে ৫,৩৪৯ জন এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, মোট শূন্যপদ এই মুহূর্তে প্রায় ১২,০০০ হলেও পশ্চিম রেলওয়েতে ৫,৩৪৯টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে বা পশ্চিম রেলের যে-কোনও একটি ক্লাস্টারের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন পশ্চিম রেল-এর জন্য ২৩ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৩ মার্চ। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থীবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৩-০৩-২০২৬-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -আর.আর.সি./ ডব্লিও.আর/০৪/ ২০২৫ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬। ক্লাস্টার ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — মুম্বাই ডিভিশনে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ২৮৯টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৪৪টি, এসটি'র জন্য ২১টি, ওবিসি'র জন্য ৭৯টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৯টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১১৬টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১৩টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৯টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে মুম্বাই ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ৬৩৮টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৯৬টি, এসটি'র জন্য ৪৯টি, ওবিসি'র জন্য ১৭২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৬৫টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৫৬টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ২৮টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২০টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। মুম্বাই ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ১৮০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২৬টি, এসটি'র জন্য ১৪টি, ওবিসি'র জন্য ৪৮টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২০টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৭২টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৩টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৫টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। মুম্বাই ডিভিশনে টিএমসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ১২টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৪টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৬টি পদ অসংরক্ষিত। মুম্বাই ডিভিশনে ব্রীজ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ১০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৩টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৫টি পদ অসংরক্ষিত। পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ১৩৩২টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৯৯টি, এসটি'র জন্য ১০০টি, ওবিসি'র জন্য ৩৬১টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৩৮টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৫৩৪টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৫২টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩৯টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। বদোদরা ডিভিশনে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ১১৮টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৮টি, এসটি'র জন্য ৯টি, ওবিসি'র জন্য ৩২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১২টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৪৭টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৫টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে বদোদরার ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ১৫০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২৩টি, এসটি'র জন্য ১২টি, ওবিসি'র জন্য ৩৯টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৭টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৫৯টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৮টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৫টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ১৫০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২৩টি, এসটি'র জন্য ১৩টি, ওবিসি'র জন্য ৪০টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৬টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৫৮টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৭টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৫টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে মোট শূন্যপদ ৫৮২টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৮৬টি, এসটি'র জন্য ৪৩টি, ওবিসি'র জন্য ১৫৬টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫৯টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৩৮টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ২৪টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৮টিপদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। অন্যান্য ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী শূন্যপদের বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * এইমস-এ **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি (নার্সিং) ... পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ১১ এপ্রিল, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। * কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আর্মিতে **এনসিসি স্পেশাল এন্ট্রি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৯-২৫ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* শিল্পোন্নয়ণ ব্যাঙ্কে **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* মেট্রো রেলে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মার্চ, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় রেলে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫,৩৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ইন কম্পিউটার সায়েন্স পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পাওয়ার কর্পোরেশনে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে **লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯১১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ডিডিকে, আগরতলায় **রিসোর্স পার্সন, ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি ক্যাজুয়েল এসাইনি** পদে নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট উপায়ে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০-৩০টি (নির্দিষ্ট ঘোষণা পরে হবে), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, তবে নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), স্পিড পোস্টে বা, ই-মেইলে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৫ মার্চ, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্টের কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * আইওসিএল-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

রাজ্যগুলিতে সার সরবরাহে কোনও ঘাটতি নেই: সংসদে জানালেন জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : দেশে রাসায়নিক সারের কোনও ঘাটতি নেই বলে সংসদে জানালেন কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সারমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শুক্রবার তিনি জানান, ২০২৫ সালের খরিফ মৌসুম এবং চলতি ২০২৫—২৬ রবি মৌসুমে রাজ্যগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার সরবরাহ করা হয়েছে। মন্ত্রী জানান, ইউরিয়া, ডিএপি, এমওপি এবং এনপিকেএসের মতো প্রধান সারগুলির প্রাপ্যতা সারা দেশেই পর্যাপ্ত রয়েছে।

তিনি বলেন, ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিমিটেড (ইফকো)-র বিভিন্ন ইউনিটে ২০২৫—২৬ অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত ৪১, ২৪,০০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদিত হয়েছে। আগের অর্থবর্ষের একই সময়ে উৎপাদন ছিল ৪০,৬৬,০০০ মেট্রিক টন, যা উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকার ইঙ্গিত দেয়।

ইউরিয়া উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার ২০১৩ সালের ২ জানুয়ারি নতুন বিনিয়োগ নীতি (এনআইপি) — ২০১২ চালু করে এবং ২০১৪ সালের ৭ অক্টোবর এর সংশোধন আনে। এই নীতির মাধ্যমে ইউরিয়া খাতে নতুন বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হয়েছে।

এই নীতির অধীনে মোট ছয়টি নতুন ইউরিয়া উৎপাদন ইউনিট চালু হয়েছে। এর মধ্যে চারটি ইউনিট সরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এবং দুটি ইউনিট বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে স্থাপন করা হয়েছে।

যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত ইউনিটগুলির মধ্যে রয়েছে তেলেঙ্গানার রামাগুন্ডামে রামাগুন্ডম ফার্টিলাইজারস অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড (আরএফসিএল)-এর ইউরিয়া ইউনিট এবং হিন্দুস্তান উরভারক এবং রসায়ন লিমিটেড (হার্ল)-এর তিনটি ইউনিট, যা উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর, ঝাড়খণ্ডের সিন্ড্রি এবং বিহারের বারাউনি-তে অবস্থিত।

বেসরকারি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পানাগড়ে ম্যাটিক্স ফার্টিলাইজারস অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড-এর ইউরিয়া ইউনিট এবং রাজস্থানের গাদেপানে চম্বল ফার্টিলাইজারস অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড-এর গাদেপান-৩ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিটি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ১২.৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং আধুনিক শক্তি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এই ইউনিটগুলি বছরে মোট ৭৬.২ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে বলে মন্ত্রী জানান।

এদিকে নকল সার উৎপাদন ও বিক্রি রুখতে কেন্দ্র কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও সংসদে জানানো হয়। অনুপ্রিয়া প্যাটেল, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী (রাসায়নিক ও সার), লোকসভায় লিখিত জবাবে জানান যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন-এর অধীনে প্রণীত সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত মান পূরণ না করা সার উৎপাদন বা বিক্রি করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই আইন ভঙ্গ করলে লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা এবং তিন মাস থেকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

কেন্দ্র সরকার নিয়মিতভাবে রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করে। ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৪,৩০,৫৪১টি অভিযান চালানো হয়েছে। এতে ১৫,৫৪৪টি শোকজ নোটিস জারি, ৬,৬২০টি লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল এবং ৭৯৪টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

গত পাঁচ বছরে অধিকাংশ রাজ্যেই নকল রাসায়নিক সার উৎপাদনের কোনও ঘটনা ধরা পড়েনি। তবে ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশ-এ মোট ১৬টি ঘটনা ধরা পড়েছে। এছাড়া মহারাষ্ট্র-এ ১৯টি, রাজস্থান-এ ৪২টি এবং উত্তরপ্রদেশ-এ গত পাঁচ বছরে ৩৬টি ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে সরকার জানিয়েছে।

গোয়ায় মানি লন্ডারিং মামলায় ৬.২৭ কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ ইডির

পানাজি, ১৩ মার্চ : মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত এক মামলায় গোয়ায় প্রায় ৬.২৭ কোটি টাকা মূল্যের তিনটি স্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে জব্দ করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

সংস্থার পানাজি জোনাল অফিস মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর অধীনে এই পদক্ষেপ নেয়। অভিযোগ, জমি দখল সংক্রান্ত অর্থপাচার মামলায় এস্তেভান ডি''সুজা এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছিল।

ইডি জানিয়েছে, জাল নথি তৈরি করে এবং প্রকৃত জমির মালিকদের পরিচয় ভুয়া ভাবে ব্যবহার করে গোয়ায় জমি দখলের একটি চক্র সক্রিয় ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়।

এই মামলার সূত্রপাত হয় গোয়া পুলিশের পোরভোরিম পুলিশ স্টেশন এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখার দায়ের করা একটি এফআইআর থেকে। অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, ছদ্মবেশ ধারণ এবং জালিয়াতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্তে জানা গেছে, এস্তেভান ডি''সুজা-এর সঙ্গে মোজেস ফার্নান্দেজ এবং মোহাম্মদ সুহেল-সহ কয়েকজন মিলে গোয়ার বিভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি দখলের পরিকল্পনা করেছিলেন। অভিযোগ, তারা প্রকৃত মালিক সেজে জাল বিক্রয় দলিল, ভুয়া পরিচয়পত্র এবং জাল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ব্যবহার করে সম্পত্তির মালিকানা বেআইনিভাবে হস্তান্তর করতেন।

এছাড়া প্রতারণামূলক বিক্রয় চুক্তি দেখিয়ে ক্রেতাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

এর আগে এই একই মামলায় প্রায় ১১.৮২ কোটি টাকা এবং ৬০.০৫ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি জব্দ করেছিল ইডি। নতুন করে ৬.২৭ কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ হওয়ার ফলে এই মামলায় মোট জব্দ সম্পদের পরিমাণ এখন প্রায় ৭৮.১৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি মার্কিন তদন্তের আওতায়: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : বাংলাদেশের রপ্তানি নীতি ও উৎপাদন পদ্ধতি বিশ্ববাজারে অতিরিক্ত উৎপাদন তৈরি করে মার্কিন উৎপাদন শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে নতুন বাণিজ্য তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয় (ইউএসটিআর)। ঢাকার দৈনিক-এর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১১ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর বাণিজ্য প্রতিনিধি দফতর ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইন-এর ৩০১ ধারার অধীনে এই তদন্ত শুরু করেছে। এই ধারা এমন একটি শক্তিশালী বাণিজ্য আইন, যার মাধ্যমে ওয়াশিংটন বিদেশি দেশের তথাকথিত অন্যায্য বাণিজ্য নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে থাকে।

ইউএসটিআরের দাবি, বাংলাদেশে কাঠামোগত অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের পণ্য বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত প্রায় ৬.১৫ বিলিয়ন ডলার।

এই উদ্বৃত্তের বড় অংশই আসছে টেক্সটাইল খাত থেকে। সরকার টেক্সটাইল ও চামড়া-সহ মোট ৪৩টি খাতে রপ্তানির জন্য নগদ প্রণোদনা দেয় বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পেও উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে বলে জানিয়েছে ইউএসটিআর। গত কয়েক বছরে এই শিল্প মারাত্মক মন্দার মুখে পড়েছে।

২০২৪ সালে দেশে সিমেন্টের ব্যবহার ছিল প্রায় ৩৮ মিলিয়ন টন, যা মোট উৎপাদন ক্ষমতার ৪০ শতাংশেরও কম। পরের বছর তা আরও কমেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাহমুদ হাসান খান, সভাপতি বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি, বলেন, "তদন্তের তালিকায় দেশের নাম ওঠা মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়।"

তবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে বিষয়গুলো তদন্তের আওতায় আসবেযেমন উৎপাদন ক্ষমতা, মেধাস্বত্ব সুরক্ষা ও সরকারি প্রণোদনাসেগুলোর প্রভাব বাংলাদেশের উপর খুব বেশি পড়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ দেশের পোশাক শিল্প মূলত আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের অর্ডারের উপর নির্ভর করে, ফলে অতিরিক্ত উৎপাদনের সুযোগ কম।

এছাড়া গত বছর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-এর সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন করেছে এবং আইএলও-র তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন অনুমোদন করেছে।

সরকার ইতিমধ্যেই রপ্তানি আয় সংক্রান্ত প্রণোদনা ধাপে ধাপে কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে, যাতে চলতি বছরের নভেম্বরে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি মসৃণভাবে সম্পন্ন করা যায়।

ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গে এলপিজি ইস্যুতে রাজনৈতিক তরজা

কলকাতা, ১৩ মার্চ : ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গে এলপিজি গ্যাস সরবরাহের সমস্যা বড় রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠছে। পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের জেরে এলপিজি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠতেই রাজ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

শাসক দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ তুলেছে। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি দাবি করেছে, মজুতদার ও কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজ্য সরকারই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কলকাতার লোক ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের বলেন, "এলপিজি সিলিন্ডারের কোনও প্রকৃত ঘাটতি নেই।"

আন্তর্জাতিক বাজারে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের কারণে জ্বালানি ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বজুড়েই উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে।

কলকাতার বাসিন্দা সুমন বাগ জানান, এই সংকটের পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। তাঁর কথায়, "যুদ্ধের প্রভাব তো আছেই, তার পাশাপাশি সার্ভার সমস্যার মতো অভ্যন্তরীণ বিষয়ও রয়েছে। আবার অনেক অসাধু ব্যবসায়ী মজুত করে আর্থিক লাভের চেষ্টা করছেন বলেও শোনা যাচ্ছে। শেষ ধাপের সরবরাহ ব্যবস্থায় সমস্যাও রয়েছে।"

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য আশ্বস্ত করেছে যে এলপিজির কোনও প্রকৃত সংকট নেই এবং মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে রাজনৈতিক প্রচার ও পাল্টা অভিযোগের কারণে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়ছে।

এদিকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এলপিজি ইস্যুকে নির্বাচনী প্রচারের বড় হাতিয়ার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এলপিজি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন।

আগামী সোমবার, ১৬ মার্চ কলকাতায় তিনি একটি প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা রয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার বিশেষ পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কলকাতার এসপ্লানেডে আন্দোলনে নেমেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া সেই অনির্দিষ্টকালের ধর্না তিনি মঙ্গলবার তুলে নেন। সুপ্রিম কোর্ট-এর পর্যবেক্ষণের পর আইনি পথে এগোনোর সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে জানিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন তিনি। এই সিদ্ধান্তে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও তাঁর ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জি-এর অনুরোধের কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এবার তিনি অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্র সরকার প্রথমে ২১ দিন পরে এলপিজি বুকিং করার নিয়ম ঘোষণা করে আতঙ্ক তৈরি করেছে, যা পরে ২৫ দিনে বাড়ানো হয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে মুখ্যমন্ত্রী গ্যাস ডিলার ও রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছেন, যাতে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা যায় এবং কালোবাজারি রোখা সম্ভব হয়।

এদিকে আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, এলপিজি সরবরাহের অনিশ্চয়তার কারণে রেস্তোরাঁ, মিড-ডে মিল সরবরাহকারী স্কুল, হাসপাতাল ও হস্টেলের ক্যান্টিনগুলিতে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

তবে কলকাতার ব্যস্ত সদর স্ট্রিটের একটি খাবারের দোকানের মালিক জানান, তাঁর কাছে এখনও দুটি অব্যবহৃত বাণিজ্যিক সিলিন্ডার রয়েছে এবং একটি খালি সিলিন্ডার পড়ে আছে, যা সংকটের বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

সব মিলিয়ে, ভোটের আগে এলপিজি সরবরাহের বিষয়টি এখন প্রশাসনিক অগ্রাধিকার হওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। নির্বাচন ঘোষণার আগে তৃণমূল কংগ্রেস সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করছে।

অসম আন্দোলনের শহিদদের যথাযথ সম্মান দিয়েছে বিজেপি সরকার: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১৩ মার্চ : অসম আন্দোলনের শহিদদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে রাজ্যের বিজেপি সরকার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে বলে দাবি করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে তিনি বলেন, সঠিক দিকে দেওয়া একটি ভোট প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে বলেন, "সঠিক একটি ভোটের প্রভাব বহু প্রজন্ম ধরে থাকে।" তাঁর দাবি, ইতিহাসে এই প্রথমবার অসম আন্দোলনের শহিদদের ত্যাগের প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

আসাম আন্দোলন-এর সময় যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের স্মৃতিকে সম্মান জানাতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত চলা অসম আন্দোলন ছিল মূলত ছাত্র সংগঠন ও নাগরিক সমাজের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এক ব্যাপক গণআন্দোলন। আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্তকরণ ও বহিষ্কার, পাশাপাশি অসমের মানুষের পরিচয়, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত করা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং তা নির্ধারণ করে সমাজ কীভাবে নিজের অতীতকে স্মরণ করবে এবং ভবিষ্যতের পথ নির্মাণ করবে।

তিনি আরও বলেন, আন্দোলনের শহিদদের সম্মান জানানো বর্তমান প্রজন্মের গর্ব ও দায়িত্ব। "কিছু সিদ্ধান্ত শুধু আজকের জন্য নয়, বরং আমাদের অতীতকে কীভাবে সম্মান জানাব এবং ভবিষ্যৎ গড়ব, তা নির্ধারণ করে," বলেন তিনি।

আসন্ন নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে ভোটারদের সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নির্বাচন করুন, বিজেপিকেই বেছে নিন।" মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, রাজ্যের ঐতিহ্য রক্ষা, স্বদেশি জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা এবং ঐতিহাসিক আন্দোলনের আত্মত্যাগকে মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করতে বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মধ্যপ্রদেশের উমরি গ্রাম 'ফিজিটাল' পরিষেবা ব্যবস্থার মডেল হতে চলেছে

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলার উমরি গ্রামে 'সমৃদ্ধি কেন্দ্র' উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। শনিবার (১৪ মার্চ) এই কেন্দ্রের উদ্বোধন হবে বলে শুক্রবার জানানো হয়েছে।

এই উদ্যোগটি টেলিযোগাযোগ বিভাগ-এর একটি পাইলট প্রকল্পের অংশ, যার লক্ষ্য গ্রামীণ এলাকায় একসঙ্গে ভৌত (ফিজিক্যাল) ও ডিজিটাল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। 'ফিজিটাল' পরিষেবা মডেলের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় নানা পরিষেবা সহজলভ্য করা হবে।

উমরি গ্রামের পঞ্চায়েত ভবনে স্থাপিত সমৃদ্ধি কেন্দ্রটি একটি 'ওয়ান-স্টপ সার্ভিস হাব' হিসেবে কাজ করবে। সফরকালে মন্ত্রী সেখানে বিভিন্ন পরিষেবার প্রদর্শনী পর্যালোচনা করবেন এবং স্থানীয় উপভোক্তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন। পাশাপাশি তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ছানি সচেতনতা কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন এবং একটি জনসভায় বক্তব্য রাখবেন।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, ভারতনেট-এর আওতায় তৈরি উচ্চগতির ডিজিটাল পরিকাঠামো ব্যবহার করে কীভাবে গ্রামস্তরে সমন্বিত নাগরিক পরিষেবা দেওয়া যায়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তার একটি উদাহরণ তুলে ধরা হবে। ভারতনেট বিশ্বের বৃহত্তম গ্রামীণ ব্রডব্যান্ড প্রকল্পগুলির অন্যতম, যার লক্ষ্য দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া।

উমরির সমৃদ্ধি কেন্দ্রে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি সহায়তা, স্বাস্থ্য ও টেলিমেডিসিন, ই-গভর্ন্যান্স পরিষেবা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, ই-কমার্স, ডিজিটাল সংযোগ, নজরদারি ও নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিষেবা দেওয়া হবে।

এই পাইলট প্রকল্পের আওতায় আরও দুটি রাজ্যের গ্রামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলার নরকোদুরু এবং উত্তরপ্রদেশের মুজফরনগর জেলার চৌরাওয়ালা গ্রাম।

প্রতিটি সমৃদ্ধি কেন্দ্র পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত একাধিক গ্রামকে পরিষেবা দেবে এবং ভিন্ন ভিন্ন জনসংখ্যাগত পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করবে।

এই পাইলট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে টেলিকম বিভাগ, যার সঙ্গে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম ও জনসম্পৃক্ততার অংশীদার হিসেবে যুক্ত রয়েছে ডিজিটাল ক্ষমতায়ন ফাউন্ডেশন।

কর্তৃপক্ষের মতে, 'সমৃদ্ধ গ্রাম ফিজিটাল সার্ভিসেস' পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার বুঝতে পারবে কীভাবে ভারতনেট সংযোগ ব্যবহার করে সমন্বিত পরিষেবা প্রদানের একটি কার্যকর মডেল তৈরি করা যায়। ভবিষ্যতে গ্রামীণ ডিজিটাল পরিষেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য এটি একটি পুনরাবৃত্তিযোগ্য মডেল হিসেবেও কাজ করতে পারে।

নাগাল্যান্ডের ২৩তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন নন্দ কিশোর যাদব

কোহিমা, ১৩ মার্চ : প্রবীণ রাজনীতিক ও প্রাক্তন বিহার মন্ত্রী নন্দ কিশোর যাদব শুক্রবার নাগাল্যান্ডের ২৩তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। কোহিমার লোক ভবনে আয়োজিত এক সরল অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান গৌহাটি হাইকোর্ট-এর প্রধান বিচারপতি আশুতোষ কুমার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও, উপমুখ্যমন্ত্রী ইয়ানথুনগো প্যাটন এবং টি আর জেলিয়াং, রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্যরা এবং শীর্ষ প্রশাসনিক, নিরাপত্তা ও সামরিক আধিকারিকরা। রাজ্যের মুখ্যসচিব সেন্তিয়াঙ্গার ইমচেন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

শপথ গ্রহণের পর মুখ্যমন্ত্রী নিফিউ রিও নতুন রাজ্যপালকে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানান।

গত ৫ মার্চ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ছয়টি রাজ্য ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রাজ্যপাল ও লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের নিয়োগ ও বদলির ঘোষণা করেন। সেই রদবদলের অংশ হিসেবেই নন্দ কিশোর যাদবকে নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

তিনি দায়িত্ব নিলেন অজয় কুমার ভাল্লা-র স্থলাভিষিক্ত হয়ে। ভল্লা গত বছরের ২৫ আগস্ট থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নাগাল্যান্ডের রাজ্যপালের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন, পাশাপাশি তিনি মণিপুর-এর রাজ্যপালও ছিলেন।

এর আগে নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল লা. গণেশন গত বছরের ১৫ আগস্ট চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে ৮০ বছর বয়সে প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুর পরই অজয় কুমার ভল্লাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ৭৩ বছর বয়সী নন্দ কিশোর যাদব ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এ যোগ দেন এবং পরে ১৯৭১ সালে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টি-র বিহার রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং বিহার সরকারে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্বও সামলান।

মুম্বইয়ের রেলওয়ে হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

মুম্বই, ১৩ মার্চ : মুম্বই সেন্ট্রালের জগজীবন রাম হাসপাতাল-এ এক মহিলা চিকিৎসকের রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত চিকিৎসকের নাম ডা. অনুজা কুলকর্ণি। তিনি হাসপাতালের ইএনটি (কান-নাক-গলা) বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ঘটনাটি সামনে আসে। সেদিন তাঁর একাধিক নির্ধারিত অস্ত্রোপচার ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে তিনি অপারেশন থিয়েটারে উপস্থিত না হওয়ায় সহকর্মীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কোনও সাড়া দেননি।

এরপর এক জুনিয়র চিকিৎসক হাসপাতালের চতুর্থ তলায় থাকা তাঁর কক্ষে গিয়ে দরজায় বারবার কড়া নাড়েন। ভেতর থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে দরজার কাঁচের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখা যায়, একটি চেয়ারের কাছে মেঝেতে পড়ে রয়েছেন ডা. কুলকর্ণি।

খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছন সিনিয়র চিকিৎসকরা। তাঁরা পরীক্ষা করে জানান, ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। মুম্বাই পুলিশ-এর তারদেও থানা-এর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে এবং প্রাথমিক পঞ্চনামা করে।

পুলিশ জানায়, যে কক্ষ থেকে চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ফলে মৃত্যুর কারণ নিয়ে আরও রহস্য তৈরি হয়েছে।

ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয় স্যার জে. জে. হাসপাতাল-এ। ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। তদন্তে সহায়তার জন্য হাসপাতালের চুর্থ তলাসহ বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার পর হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সব দিক খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

বঙ্গের ২০২৬ বিধানসভা ভোট: সংবেদনশীলতা মানচিত্রের ভিত্তিতে জেলায় জেলায় পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবে নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ১৩ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেলায় জেলায় পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। এ ক্ষেত্রে জেলা ভিত্তিক 'সেনসিটিভিটি ম্যাপিং' বা সংবেদনশীলতা মানচিত্র তৈরির উপরই নির্ভর করবে কমিশনের সিদ্ধান্ত।

রাজ্যের প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তা (সিইও) দফতরের একটি সূত্র জানিয়েছে, জেলা ভিত্তিক সংবেদনশীলতা নির্ধারণে কমিশন তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছে।

প্রথমত, যে জেলাগুলির আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে বাংলাদেশ-এর সঙ্গে। দ্বিতীয়ত, গত তিনটি নির্বাচনে ভোটের আগে, চলাকালীন বা পরে বড় ধরনের রাজনৈতিক হিংসার ইতিহাস রয়েছে এমন জেলা। তৃতীয়ত, যে জেলাগুলিতে এই দুই ধরনের কারণই একসঙ্গে প্রযোজ্য।

সিইও দফতরের ওই সূত্রের মতে, মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং কোচবিহার এই তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ এই জেলাগুলির একদিকে যেমন বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে, তেমনই অতীতে ভোটকে ঘিরে বড় ধরনের হিংসার নজিরও রয়েছে।

অন্যদিকে হাওড়া-এর মতো জেলা দ্বিতীয় শ্রেণির উদাহরণ, যেখানে আন্তর্জাতিক সীমান্ত না থাকলেও অতীতে রাজনৈতিক হিংসার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে সব শ্রেণির জেলাতেই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের সংখ্যা বাড়ানোর কথা ভাবছে নির্বাচন কমিশন, বিশেষ করে পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা।

২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কমিশন মোট ১৭০ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ৮৪ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক এবং ৩৭ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছিল। তবে এবার এই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হতে পারে। সিইও দফতরের সূত্রের দাবি, দিল্লিতে কমিশনের সদর দফতর ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছে যে তিন ধরনের পর্যবেক্ষকের সংখ্যাই বাড়ানো হবে, বিশেষ করে পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যা।

সূত্রের দাবি, এবার পশ্চিমবঙ্গের জন্য অন্ত ১০০ জন বা তারও বেশি পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হতে পারে, যা ২০২১ সালের তুলনায় প্রায় তিন গুণ। এবার পুলিশ পর্যবেক্ষকদের ক্ষমতাও আরও বাড়ানো হচ্ছে। বিশেষ করে ভোটের সময় কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ)-এর চলাচল নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। আগের নির্বাচনে আদর্শ আচরণবিধি চালু থাকাকালীন সিএপিএফ মোতায়েন ও চলাচলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব ছিল জেলা শাসকদের উপর, যাঁরা একই সঙ্গে জেলা নির্বাচন আধিকারিক হিসেবেও কাজ করেন। তবে এবার কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলায় সিএপিএফ-এর চলাচল নির্ধারণ করবেন ইসিআই নিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষকরাই। একই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় বাহিনী মোতায়েনের প্রয়োজন নির্ধারণ করতে জেলা ভিত্তিক যৌথ দলও গঠন করা হবে এবং এ বিষয়ে পুলিশ পর্যবেক্ষকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ডিএ ইস্যুতে আজ সর্বাত্মক কর্মবিরতি রাজ্য সরকারি কর্মীদের

কলকাতা, ১৩ মার্চ : মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বকেয়া পরিশোধের দাবিতে শুক্রবার সর্বাত্মক কর্মবিরতির ডাক দিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী সংগঠন। একাধিক সংগঠনকে নিয়ে গঠিত যৌথ মঞ্চ সংগ্রামী যৌথো মঞ্চ এই কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে।

যৌথ মঞ্চের অভিযোগ, ডিএ বকেয়া পরিশোধের বিষয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানতে গড়িমসি করছে। গত মাসে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় যে ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত জমে থাকা ডিএ বকেয়ার ২৫ শতাংশ আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পাশাপাশি ধাপে ধাপে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডিএ দেওয়ার দিকেও অগ্রসর হওয়ার কথা বলা হয়।

যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, "এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৩১ মার্চের মধ্যে ২৫ শতাংশ ডিএ বকেয়া দেওয়ার বিষয়ে কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। বরং রাজ্য সরকার আবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে এই অর্থ পরিশোধের জন্য চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় চেয়েছে। তাই আজ সর্বাত্মক কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

তিনি জানান, এই কর্মবিরতিতে শুধু রাজ্য সরকারি কর্মচারীরাই নন, রাজ্য পরিচালিত ও রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থা যেমন পুরসভা, পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের কর্মী, এমনকি বিভিন্ন রাজ্য সরকারি সংস্থার কর্মীরাও অংশ নেবেন। ভাস্কর ঘোষের দাবি, গত দেড় দশকে এমন বৃহৎ কর্মবিরতি দেখা যায়নি।

অন্যদিকে কর্মবিরতি ভেস্তে দিতে তৎপর রাজ্য সরকার। এদিন কর্মীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সরকার। পাশাপাশি শুক্রবার কোনও কর্মীকে ক্যাজুয়াল লিভ বা অন্য কোনও ছুটি দেওয়া হবে না বলেও জানানো হয়েছে।

তবে হাসপাতালে ভর্তি থাকা, পরিবারে মৃত্যু, গুরুতর অসুস্থতা বা আগে থেকে অনুমোদিত শিশু যত্ন, মাতৃত্বকালীন, চিকিৎসা বা অর্জিত ছুটির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকবে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

সরকার আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে, অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে সেই দিনকে 'ডাইস-নন' হিসেবে গণ্য করা হবে এবং ওই দিনের বেতন দেওয়া হবে না। শোকজ নোটিসের জবাব না দিলে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

কোকরাঝাড়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন

তিনি জানান, আঞ্চলিক যাতায়াত ব্যবস্থাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সম্প্রতি "কামাক্ষ্যা-চার্লাপল্লী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস" এবং "গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস"-এর যাত্রার সূচনা করা হয়েছে। এই পরিবহন প্রকল্পগুলো সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্পকেও বিশেষভাবে উৎসাহিত করবে। শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, উন্নত লজিস্টিক বা পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা কৃষকদের জন্য বৃহত্তর বাজারে পণ্য পৌঁছানোর পথ সুগম করে তাদের আরও স্বাবলম্বী করে তুলবে। এই যুগান্তকারী উন্নয়নমূলক কাজগুলোর সূচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীদের অভিনন্দন জানান। শ্রী মোদী বলেন, 'এই প্রকল্পগুলো নিশ্চিত করবে যেন কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য অত্যন্ত সহজে রাজ্যের প্রধান প্রধান বাজারগুলোতে পৌঁছাতে পারে।'

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, গত কয়েক দশক ধরে কোকরাঝাড় এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহকে অপরিসীম দুর্ভোগ ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। একসময় এমন পরিস্থিতি ছিল যখন এই পাহাড়ি এলাকা কেবল সহিংসতা ও অস্ত্রের ঝনঝনানিতেই মুখরিত থাকত। বর্তমানে সেই পরিবেশের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এবং এখন এখানকার বাতাস 'খাম' ও 'সিফুং'-এর মতো ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের সুরধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। বর্তমানে বোড়োল্যান্ড এবং আসাম শান্তি ও সমৃদ্ধির এক নতুন অধ্যায় রচনা করছে। শ্রী মোদী দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'আজ বোড়োল্যান্ড শান্তি ও উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী জানান, স্থানীয় পরিকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে আজ বি.টি.আর. অঞ্চলে ছয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। শ্রী মোদী জানান, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে; যার মধ্যে একটি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ স্থাপনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি বলেন, ভুটানের সাথে প্রস্তাবিত রেল সংযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন রেল স্টেশনের আধুনিকায়নের ফলে এই এলাকাটি অদূর ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ "লজিস্টিক হাব"-এ পরিণত হবে। কোকরাঝাড়ে "বন্দে ভারত" এবং "রাজধানী এক্সপ্রেস"-এর মতো ট্রেনের যাত্রাবিরতি এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও মর্যাদারই প্রতীক বলে তিনি উল্লেখ করেন। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, 'এই প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোকরাঝাড় অচিরেই বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে।'

উন্নয়নের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠার জন্য হাগরামা মহিলারি এবং হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে গঠিত দলগুলোকে তিনি তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার স্থায়ী স্থিতিশীলতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, "বোড়ো শান্তি চুক্তি" ছিল একটি যুগান্তকারী সাফল্য, যা সমস্ত প্রধান সংগঠনকে একটি অভিন্ন মঞ্চে একত্রিত করেছিল। এই অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অতীতের রাজনীতির ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। শ্রী মোদী দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'সবাইকে একত্রিত করে আমরা স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি পালনের একটি প্রমাণিত নজির রয়েছে; এ প্রসঙ্গে তিনি "ষষ্ঠ তফসিল"-এর আওতায় ২০০৩ সালে "বিটিসি" গঠনের বিষয়টি তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেন যে, "বোড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়" এবং "সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি"-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রতিশ্রুতিরই সাক্ষ্য বহন করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'আমাদের "ডাবল-ইঞ্জিন সরকার" প্রদত্ত প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, ২০২০ সালের বোড়ো চুক্তির আওতায় প্রদত্ত সমস্ত প্রতিশ্রুতি সরকার কর্তৃক সুশৃঙ্খলভাবে পূরণ করা হচ্ছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বোড়ো ভাষাকে "সহযোগী সরকারি ভাষা"-র মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। শ্রী মোদী জানান, নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পাশাপাশি ১,৫০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজ বরাদ্দ করা হয়েছে। ১০,০০০ প্রাক্তন বিদ্রোহীকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনা এই অঞ্চলের জন্য একটি বিশাল বিজয়। শ্রী মোদী বলেন, 'তরুণ প্রজন্মকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আমরা প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার বোড়ো সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্যের জন্য জাতীয় স্বীকৃতি নিশ্চিত করেছে। বোড়োদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মবিশ্বাস "বাথৌ"কে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হচ্ছে। শ্রী মোদী জানান, আধ্যাত্মিক গুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন স্থান উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সুরক্ষায় এ ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। বোড়ো সমাজের ঐতিহ্যগুলো এখন জাতীয় স্তরে যথাযথ সম্মান লাভ করছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে জমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে পরিচালিত ব্যাপক অভিযানের জন্য তিনি সন্তুষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বর্তমান সরকার সফলভাবে আসামের আদি বাসিন্দাদের হাতে জমির বৈধ দলিল তুলে দিয়েছে। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে জনজাতি সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থনের জন্য শ্রী মোদী তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি আত্মনির্ভরশীল রাজ্যের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আসামের উন্নয়নের গতিধারাকে আরও ত্বরান্বিত করতে হবে। জনগণের অব্যাহত আশীর্বাদ থাকলে একটি "বিকশিত আসাম" গড়ে তোলার সংকল্প নিশ্চিতভাবেই বাস্তবায়িত হবে বলে প্রধানমন্ত্রী মোদী মন্তব্য করেন। সদ্য চালু হওয়া সমস্ত প্রকল্পের সাফল্যের জন্য শ্রী মোদী তাঁর শুভকামনা জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "জনগণের আশীর্বাদে একটি উন্নত আসাম গড়ে তোলার সংকল্প নিশ্চিতভাবেই পূর্ণ হবে।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৈলাসহরে পুলিশি

সঙ্গে ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। পরিবারের দাবি, ঘুম থেকে তুলে মনির মিয়াকে পায়ে হেঁটে বাড়ি থেকে বের করে পুলিশ গাড়িতে তোলা হয় এবং সেই সময় গাড়ির মধ্যেই তাঁকে মারধর করা হয়।

পরিবারের আরও অভিযোগ, গ্রেফতারের কিছু সময় পর রাত প্রায় তিনটা নাগাদ পুলিশ মনির মিয়ার বাড়িতে ফোন করে জানায় যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তাঁকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে ভোরবেলায় পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে পৌঁছালে জানতে পারেন মনির মিয়া মারা গেছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রাত ৩টা ১৫ মিনিট নাগাদ মনির মিয়াকে হাসপাতালে আনা হয় এবং তাঁকে ভর্তি করা হয়। পরে ভোর ৪টা ৪০ মিনিট নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়।

মনির মিয়ার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল চত্বরে দেওরাছড়া এলাকার বহু মানুষ জড়ো হন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী হাসপাতালে মোতায়েন করা হয়।

এই বিষয়ে কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, উর্ধতন দপ্তরের অনুমতি ছাড়া তিনি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে পারবেন না।

অন্যদিকে মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপারের কাছে কৈলাসহর থানার পুলিশের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার কথা জানানো হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা প্রকাশ্যে দাবি করেছেন, পুলিশের অত্যাচার ও মারধরের ফলেই মনির মিয়ার মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ময়নাতদন্তের পর মনির মিয়ার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পকসো আইনে যুবকের ২০

ঘটনার তদন্ত করেন তেলিয়ামুড়া থানার মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর কমলা রানি মুরাসিং। তদন্ত শেষ করে তিনি ২০২০ সালের ২০ অক্টোবর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার পর সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনা করে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে এই সাজা ঘোষণা করে।

বিজেপিকে পরাস্ত করতে

বলেন, কোনো ধরনের সমন্বয় ছাড়াই প্রার্থী ঘোষণা করা হলে বিজেপির বিরুদ্ধে যৌথ লড়াই দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। যা একেবারেই অনভিপ্রেত। সুদীপ রায় বর্মণের মতে, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমন্বয় থাকা জরুরি।

তাঁর কথা, যদি সত্যিই বিজেপিকে পরাস্ত করার আন্তরিকতা থাকে তাহলে সিপিআইএমের উচিত ধর্মনগর উপনির্বাচনে তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করা এবং বিরোধী শক্তির মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা। অন্যথায় বিরোধী ভোট বিভক্ত হয়ে বিজেপিরই সুবিধা হবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

আগামী ৫ দিন রাজ্যে ভারী

এবং কোথাও কোথাও বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি কিছু এলাকায় দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলেও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর থেকে আরো জানানো হয়েছে, আগামী দিন পাঁচদিন রাজ্যের হলুদ সর্তকতা জারি করেছে। পাশাপাশি, কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি সহ বজ্রবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিপুল পরিমানে নেশা সামগ্রী

তাদের সাথে জড়িত রয়েছে বড় একটা চক্র বলে প্রাথমিক ধারণা পুলিশের। এই বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ধ্রুব নাথ জানান, গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশের কাছে খবর আসে ধলেশ্বর ১০ নম্বর রোড এলাকায় এক ভাড়াবাড়ি থেকে নেশা সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে প্রসেনজিৎ দে ওরফে কুডু নামে এক যুবককে আটক করেছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দুইজনকে আটক করা হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, আটক প্রসেনজিৎ দের কাছ থেকে প্রায় ১৮০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং প্রায় ১১ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। আটক তিনজনকেই শুক্রবার আদালতে তোলা হবে এবং গোটা ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে বিধানসভায়

প্রয়াণে রাজ্য রাজনীতি ও ত্রিপুরা বিধানসভা হারাল এক প্রজ্ঞাবান অভিভাবক, এক অভিজ্ঞ সংসদীয় ব্যক্তিত্ব ও এক নিষ্ঠাবান জননেতাকে। একই সঙ্গে রাজ্যের জনগণ হারালেন তাদের অত্যন্ত প্রিয় ও আস্থাভাজন প্রতিনিধিকে। অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সংসদীয় শৃঙ্খলা রক্ষা, অধিবেশনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং বিধানসভার সকল সদস্যকে ন্যায়সঙ্গত সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। তিনি কেবল একজন দক্ষ সংসদীয় ব্যক্তিত্বই নন, একজন সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ হিসেবেও সকলের কাছে সমাদৃত ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুরাগী বিশ্ববন্ধু সেনের নাটক ও যাত্রাপালার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। নিজেও যাত্রা এবং নাটকে অভিনয় করতেন। এই রাজ্যের নাট্য ও যাত্রাচর্চাকে এগিয়ে নিতে তিনি সর্বদা উৎসাহ দিতেন। এর পাশাপাশি ছড়া-কবিতা লেখার প্রতিও তার গভীর আগ্রহ ছিল। সৌজন্য, সহনশীলতা ও শালীন আচরণ তাঁকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে শ্রদ্ধাভাজন করে তুলেছিল। মহান সংসদীয় ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতি প্রেমী ও সমাজের কল্যাণকামী জননেতার প্রয়াণে ত্রিপুরা বিধানসভা হারাল

এক দক্ষ পথ প্রদর্শক, এক নিরপেক্ষ অভিভাবক ও এক মানবিক নেতৃত্বকে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনের ভাষণে

যা ৪৭,৯৪৭ হেক্টর জমিতে কার্যকর করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ রবি শস্য ঋতুতে ২৫ হাজার হেক্টর জমিতে হাইব্রিড ধান চাষের জন্যে "মুখ্যমন্ত্রী শষ্য শামলা যোজনা" চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে কৃষকদের প্রতি হেক্টরে ৪ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ২.৭১ লক্ষ কৃষককে নিয়ে একটি রেজিস্টার তৈরি করছে। প্রতি জেলায় একটি গ্রামে ডিজিটাল ক্রপ সার্ভে বাস্তবায়ন করছে এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে ৬০ কোটি টাকার স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

রাজ্যপাল বলেন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং স্থায়ী অবকাঠামোকে প্রাধান্য দিয়ে রাজ্য সরকার মোট ১০,৬১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বিশাল সড়ক নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছে। এরমধ্যে রয়েছে ১০৫৭ কিলোমিটার রাজ্য সড়ক, ১৭২ কিলোমিটার প্রধান জেলা সড়ক, ৪৮-৩ কিলোমিটার অন্যান্য জেলা সড়ক, ১১৬৭ কিলোমিটার শহুরে রাস্তা এবং ৭,৭৩৮ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার পিএম-জনমন প্রকল্পের আওতায় মোট ২০৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ৬৭টি সড়কের কাজ করছে ১,৮৯.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে। রাজ্য সরকার ১১৩.৫৮ কিলোমিটার জাতীয় সড়ককে "পেভড শোল্ডার" সহ দুই লেনের মানে উন্নত করার কাজ করছে। প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে টেপের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ নিশ্চিত করতে চালু করা জলজীবন মিশনে রাজ্য সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। প্রাক জলজীবন মিশন সময়ে মাত্র ২৪,৫০২টি গ্রামীণ পরিবারে টেপের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ ছিল। চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারি তারিখ পর্যন্ত ৭.৫ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৬,৪৭,৮৫৫টি গ্রামীণ পরিবারে (৮৬.২৮ শতাংশ) পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

প রাজাপাল বলেন, সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ত্রিপুরার ২,৫৫,২৪১ হেক্টর চাষযোগ্য জমির মধ্যে ১,২৩,৭৫৪ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। ২০২৫ সালে ৯৪টি গভীর নলকূপ ও ৩টি উত্তোলক সেচ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এতে ১,৪৮৪ হেক্টর জমিতে সেচের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। রাজাপাল বলেন, পিএমএওয়াই গ ৩,৭৬ লক্ষ পাকা ঘর এবং রিয়াং পরিবারগুলির জন্যে ১৭,২১৫টি ঘর নির্মাণ ৩/৬ এবছর আরও ১ লক্ষ ঘর প্রদানের জন্যে ২.৫৬ লক্ষ পরিবারকে নিয়ে নতুনভাবে সমাক্ষা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার প্রত্যন্ত এলাকার বসতিগুলির জন্যে ৫০০ কিলোমিটার সর্ব ঋতুপযোগী সড়ক নির্মাণ করতে "মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনা" এবং কর্মসম্পাদন ভিত্তিক গ্রামীণ প্রশাসনের উন্নতিকল্পে "মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা ২০" চালু করেছে।

রাজ্যপাল বলেন, রাজ্য সরকার ২০টি শহুরে স্বশাসিত সংস্থা এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-আরবান বাস্তবায়ন করেছে। অনুমোদিত ৮১,০৪২টি ঘরের মধ্যে ৭৪,৮৮০টি ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি ৬,১৬২টির নির্মাণ কাজ চলছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারে তত্ত্ববধানে আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের কাজ এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে ৫৮১.০৭কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৫টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া মোট ৮৪৪.০৭ কোটি টাকা বিনিয়োগে আরও কিছু বড় প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে শহর এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে।

রাজ্যপাল বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশনের অধীনে জীবিকা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। সেজন্যে ৬৬৪২টি স্বসহায়ক দল/সিআইজি গঠন করেছে। ৩৪৬টি এরিয়া লেভেল ফেডারেশন এবং ৭টি কমিউনিটি লেভেল ফেডারেশন গঠন করেছে। তিনি বলেন, টুয়েপ প্রকল্পকে একত্রিকরণ করে পাঁচবছর মেয়াদী মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫০০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পে দৈনিক মজুরীর পরিমাণ ১৮৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০টাকা করা হয়েছে।

রাজ্যপাল বলেন, রেলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জনে রাজ্য সরকার বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছে। যার ফলে সাব্রুম পর্যন্ত রেললাইনে বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে রেলস্টেশনগুলির পুনর্নির্মানে রাজ্য সরকার সহায়তা করছে। এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ধর্মনগর, কুমারঘাট এবং উদয়পুর রেলস্টেশনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আগরতলা স্টেশনকেও যুক্ত করা হয়েছে। রাজ্য সরকার সড়ক নিরাপত্তাকে "রাহ-বীর প্রকল্পের মাধ্যমে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। ১১ জন গুড সামারিটানকে ২৫,০০০ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রুদ্রসাগর জলাশয়, ডম্বুর জলাশয়, চন্ডীঘাট জলাশয়ে জলপথে পর্যটন সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। ইকো-ট্যুরিজমের জন্যে হাওড়া ও গোমতী নদীতে টার্মিনাল গ্রীণ ভেসেল ও ফ্লোটিং ডেক তৈরি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, রাজ্য সরকার "ত্রিপুরা স্টেট লজিস্টিকস অ্যাকশন প্ল্যান" ঘোষণা করেছে যার অধীনে যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং লিঙ্গ সমতার জন্য মহিলা আইটিআইতে "শি স্কিলস অ্যান্ড এন্টিপ্রেনিউরশিপ সেন্টার" চালু করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ৯টি শিল্প এলাকার জন্য এডিবি"র অর্থে ত্রিপুরা শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছে। রাজ্যপাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনার মাধ্যমে ৫০,৭৭১ জন ছাত্রছাত্রীকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার বেনিফিসিয়ারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার ব্যবস্থার মাধ্যমে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে ডিজিটাইজড করেছে। এতে ১১২টি প্রকল্পের আওতায় ১২.০১ লক্ষ সুবিধাভোগীকে মোট ২০৯৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

রাজ্যপাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী মহিলা তাঁতশিল্পী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ২০,০০০ জন আদিবাসী মহিলা তাঁতশিল্পীকে বিনামূল্যে ১২৫ কেজি করে তুলার সুতা দেওয়া হয়েছে। এরফলে ঐতিহ্য রক্ষা ও জীবিকা উন্নয়ন দুইই সম্ভব হয়েছে। তিনি জানান, পরিকাঠামো উন্নয়ন, সংস্কৃতি এবং বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে একটি উদীয়মান পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এরফলে পর্যটকের সংখ্যা এবং কর্মসংস্থান উভয়ই বেড়েছে। ছবিমুড়ায় ১০টি নতুন পরিবেশ বান্ধব লগ হাট নির্মাণ করা হয়েছে। এরফলে রাজ্যে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের অধীনে মোট ৫১টি লগ হাট রয়েছে।

রাজ্যপাল বলেন, রাজ্য সরকার পরিবেশ সুরক্ষায় বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৮,৯৭৭.৫৯ হেক্টর এলাকায় বনায়ন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা আগরউড নীতি ২০২১ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করেছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

রাজ্যের সব ভোট কেন্দ্র ও প্রশাসনিক স্তরে ১৫তম জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে ২১টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় অনুমোদন করা হয়েছে এবং ১০০টি এসটি হোস্টেলে স্মার্ট ক্লাস চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনের আওতায় ২৯,৫৬১ জন জনজাতি সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার প্রধান সমাজপতিদের সাম্মানিক ভাতা মাসিক ২,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০ টাকা করেছে। ধরতি আবা জনভাগিদারী অভিযানের অধীন ৪,০৩৬টি শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ১২.৭ লক্ষ জনজাতি অংশের মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

রাজ্যপাল বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষা, অর্থনৈতিক প্রকল্প, পরিকাঠামো উন্নয়ন, চিকিৎসা সহায়তা ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তপশিলি জাতির সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। রাজ্যে বর্তমানে ৩৯টি এসসি হোস্টেল পরিচালিত হচ্ছে। যেখানে ৬৮৪ জন আবাসিক শিক্ষার্থীকে আবাসিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী তপশিলি জাতি বিকাশ যোজনা চালু করেছে। এর মাধ্যমে দরিদ্র এসসি পরিবারগুলির জন্যে পোল্ট্রি/হাঁস পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বৃত্তি, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নে কাজ করছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার মুসলিম, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন সম্পদায়ভুক্ত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

রাজ্যপাল বলেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন কেন্দ্র ও রাজ্য সমর্থিত প্রকল্প এবং উদ্যোগের মাধ্যমে দিব্যাঙ্গদের ক্ষমতায়নে কাজ করছে। রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনার অধীনে ১৭,০৪৩ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের মধ্যে ৬.২৪ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। রাজ্যে ৩৫টি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩.৮৭ লক্ষ সুবিধাভোগী সামাজিক সুরক্ষা পেনশন পাচ্ছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যে বর্তমানে ৫৭টি আইসিডিএস প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,৩৬০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এর মাধ্যমে ২.৪৭ লক্ষ শিশু এবং ২৭৮৯৫ মহিলাকে পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

রাজ্যপাল বলেন, রাজ্য সরকার বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তোলা এবং পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্য সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নূন্যতম সহায়ক মূল্যে ৪৩.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮,৯৪৭ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করেছে। ২০১৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ২.৪৪ লক্ষ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করা হয়েছে এবং ৪৮৯.৭০ কোটি টাকা সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যে গত ১ বছরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর সময়কালে ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় সামগ্রিক অপরাধের হার ৮.৩৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ কমেছে ১৮.৫১ শতাংশ, নারী সংক্রান্ত অপরাধ কমেছে ১১ শতাংশ, ধর্ষণের ঘটনা কমেছে ৩৩ শতাংশ, হত্যাকান্ড কমেছে ২৬ শতাংশ, আঘাত ও মারধোরের ঘটনা কমেছে ১০ শতাংশ। বিষয়টি সম্ভব হয়েছে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং উন্নত পুলিশি তৎপরতার ফলে। রাজ্যপাল বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা অভিযানের অধীনে ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৫১৫ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩৫০টি এনডিপিএস মামলা করা হয়েছে। এ সময়ে বিপুল পরিমাণে মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, সম্প্রতি রাজ্যে ২টি নতুন থানার পাশাপাশি ২টি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছে এবং ৯৫৩ জন কনস্টেবল ও ২১৮ জন সাব ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হয়েছে।

রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যে অগ্নি নিরাপত্তা জোরদার করতে ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে ৫১টি ফায়ার স্টেশনের মাধ্যমে ৩৫৪টি অগ্নি সচেতনতা ও মকড্রিল পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের আওতায় ৩২৮৮ জন চা শ্রমিককে ১৩১.৫২ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। উন্নত দুর্যোগ পুর্বাভাসের লক্ষ্যে মোট ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যজুড়ে ২৪০টি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

রাজ্যপাল বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাজ্য উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এই সময় জিএসটি বাবদ ৯৯৪.২৩ কোটি টাকা, ভ্যাট বাবদ ২৮১.৪০ কোটি টাকা, আবগারি শুল্ক বাবদ ২৭১.৪৮ কোটি টাকা এবং পেশাকর বাবদ ২৬.৮৫ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে যা এক মজবুত অর্থনৈতিক ও কর ব্যবস্থাপনার পরিচায়ক।

রাজ্যপাল বলেন, আগামী ৫ বছরের মধ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামোয় স্বনির্ভরতা অর্জন করা রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। নেতাজী সুভাষ রিজিওন্যাল সেন্টারে জাতীয় স্তরে একাডেমি, ভোলাগিরিতে আধুনিক সুবিধা এবং জেলা পর্যায়ে জাতীয় মানের হাব স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরার বিচার পরিকাঠামোকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে খোয়াই আদালত ভবনের সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্রামগঞ্জ, আগরতলা ও কৈলাসহরে নতুন আদালত ভবন নির্মানাধীন রয়েছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে যে কর্মযজ্ঞ চলেছে তাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার জন্যে সবার প্রতি রাজ্যপাল আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজ্যে ২০১৬ লাখ কৃষকের

তিনি জানান, যদিও প্রকল্পটি ১ ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে কার্যকর, তবে রাজ্যে এর বাস্তবায়ন পরবর্তী বছর থেকে শুরু হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা কৃষকরা কৃষি সামগ্রী ক্রয় এবং ঘরোয়া খরচ মেটাতে ব্যবহার করতে পারেন। পুরো ব্যয়ভার কেন্দ্র সরকার বহন করে।

মন্ত্রী আরও জানান, প্রকল্পে উপযুক্ত কৃষক পরিবার প্রতি বছর ৬,০০০ টাকা পান, যা তিনটি সমান কিস্তিতে (প্রতি কিস্তি ২,০০০ টাকা) সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়।

মন্ত্রী জানান, দেশের বিভিন্ন স্থানে ২১তম কিস্তি পর্যন্ত ১১ কোটি ১ লক্ষেরও বেশি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪ লাখ কোটি টাকারও বেশি অর্থ স্থানান্তরিত হয়েছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, রাজ্য সরকারের নিবেদিত প্রচেষ্টা এবং কেন্দ্রের বিশেষ উদ্যোগের কারণে, টুঞ্জচ্ট্র এলাকার কৃষি জমির মালিকানা প্রাপ্ত কৃষকরাও প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন।

মন্ত্রী জানানত্রিপুরায় ২১তম কিস্তি পর্যন্ত মোট ২,৮৫,৫২১ কৃষককে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৯৩১ কোটি ৫৩ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, আজ বিকাল ৫টায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসাম থেকে ডিজিটালভাবে বোতাম টিপে- পি এম কিষাণ এর ২২তম কিস্তি সরাসরি অন্যদাতার অ্যাকাউন্ট এ ট্রান্সফার করেছেন।

তিনি আরও বলেন, এই উপলক্ষে দেশের ৯ কোটি ৩২ লাখেরও বেশি উপযুক্ত কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১৮,৬৩০ কোটি টাকা স্থানান্তরিত করা হয়ে গেছে।

মন্ত্রী বলেন আমাদের ত্রিপুরায়, ২,১৬,০০০ উপযুক্ত কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪৬ কোটি ৩৬ লাখ ৩৪ হাজার টাকা সরাসরি ট্রান্সফার করা হয়েছে।

কৃষকদের আত্মনির্ভর

সারা দেশের মতো রাজ্যেও প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষেরই বাস গ্রামাঞ্চলে। তাদের মধ্যে বৃহৎ অংশই কৃষিকাজের কাজের সঙ্গে যুক্ত। দেশ ও রাজ্যের জিডিপি-র উপর কৃষিক্ষেত্রেরও বিশেষ প্রভাব রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশ ও রাজ্যগুলির কৃষকগণ ঋণের ভারে যেন জর্জরিত না হন সেই লক্ষ্যেই পিএম কিষাণ সহ বিভিন্ন কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির কৃষি সহ প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছেন। রাজ্যে পিএম কিষাণ প্রকল্পে ২২তম কিস্তিতে মোট ২ লক্ষ ৮৫ হাজারেরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদান করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় রাজ্য সরকারেরও অন্যতম লক্ষ্য কৃষকদের স্বনির্ভর ও আত্মনির্ভর করে তোলা। রাজ্য সরকার সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সহযোগিতায় এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে চায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ দেশের নানা সমস্যার সমাধান হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার জন্য। আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ ও বিধায়ক মিনারাণী সরকার। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির এগ্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান, কৃষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ফনীভূষণ জমাতিয়া সহ কৃষি।

এডিসির একটি আসনেও জামানত রক্ষা করলে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতার প্রশ্ন আসবে

প্রার্থী প্রত্যাহার করা উচিত। সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এই প্রতিক্রিয়া দেন।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনের ২৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস যদি একটি আসনেও জামানত রক্ষা করে দেখাক। তারপরই কংগ্রেসের সাথে সিপিআইএমের আসন সমঝোতার প্রশ্ন আসবে। তাঁর দাবি, বাস্তবে ওই এলাকাগুলিতে কংগ্রেসের সংগঠন খুবই দুর্বল।

তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দল এবং দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের শক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাই বলে ত্রিপুরায় সব আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দেবে, সেটি বাস্তবসম্মত নয়।

ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রসঙ্গ তুলে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ওই কেন্দ্রে কংগ্রেসের কোনো সংগঠন বা কর্মী নেই বললেই চলে। এমনকি সেখানে কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য ভোটব্যাঙ্কও নেই বলে দাবি করেন তিনি। গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বুথে বুথে পোলিং এজেন্ট পর্যন্ত দিতে পারে নি। তৎকালীন সময়ে সিপিআইমের তরফ থেকে বুথে বুথে পোলিং এজেন্ট দেওয়া হয়েছে।

এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ট্রায়াল ঘোষণা করল বক্সিং ফেডারেশন

দিল্লি থেকে সুপ্রভাত দেবনাথ, ১৩ মার্চ।। সারা দেশের মতো ত্রিপুরার বক্সারদের জন্যও দারুন খবর। বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আগামী ৪ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত পাঞ্জাবের পাতিয়ালাস্থিত এনএসএনআইএস-এ অনূর্ধ-১৫ বালক ও বালিকাদের জন্য একটি তৃণমূল স্তরের মূল্যায়ন কর্মসূচি আয়োজন করতে চলেছে। মূলতঃ আগামী ১ মে থেকে ১৬ মে পর্যন্ত উজবেকিস্তানের তাসখন্দে অনুষ্ঠিতব্য "এশিয়ান অনূর্ধ-১৫ বালক ও বালিকা বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ"-এর জন্য ভারতীয় দল নির্বাচন করাই এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। বালক ও বালিকা উভয় বিভাগেই ১৫টি ওজন শ্রেণিতে (৩০ কেজি থেকে ৭০ কেজি পর্যন্ত) এই মূল্যায়ন করা হবে। শুধুমাত্র ২০১২-২০১৩ সালে (১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩-এর মধ্যে) জন্মগ্রহণকারী বক্সাররা এতে অংশগ্রহণের যোগ্য। ২০২৫ সালের সাব-জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের শীর্ষ ৫টি রাজ্য (হরিয়ানা, এসএসসিবি, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্র/পাঞ্জাব) প্রতিটি ওজন বিভাগে ১ জন করে মোট ১৫ জন বক্সার মনোনীত করতে পারবে। অন্যান্য রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা বোর্ডগুলো সর্বোচ্চ ৫ জন বক্সার পাঠাতে পারবে। মূল্যায়নে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরা এশিয়ান অনূর্ধ-১৫ প্রস্তুতি শিবিরের জন্য নির্বাচিত হবেন। এর মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রিজার্ভ বক্সার হিসেবে থাকবেন। অংশগ্রহণকারী বক্সারদের পাসপোর্ট, জন্ম শংসাপত্র, আধার কার্ড, মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট সঙ্গে আনতে হবে। উল্লেখ্য, অন্তত ৬ মাসের বৈধতা থাকা পাসপোর্ট থাকা বাধ্যতামূলক। যাতায়াত ও থাকার খরচ সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা বক্সারকে বহন করতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নাম আগামী ৩১ মার্চ বিকেল ৫টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের লেটারহেডে সভাপতি বা সম্পাদকের স্বাক্ষরসহ info@boxingfederation.in এই ইমেল ঠিকানায় পাঠাতে হবে। রিপোর্ট করার তারিখ ৪ এপ্রিল ২০২৬। বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ কুমার দিল্লি থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 26/EE/KLSD/2025-26 dated 11/03/2026

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M.on 20-03-2026 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIT No. 70/EE/KLSD/2025-26	Rs. 23,70,686.81	Rs. 47,414.00	270 days	Upto 15.00 Hrs on 20/03/2026	At 16.00 Hrs 20/03/2026	https://tripuratenders .gov.in	Appropriate Class
2	DNIT No. 71/EE/KLSD/2025-26	Rs. 21,55,114.09	Rs. 43,102.00	180 days				
3	DNIT No. 72/EE/KLSD/2025-26	Rs. 24,20,973.44	Rs. 48,419.00	120 days				
4	DNIT No. 73/EE/KLSD/2025-26	Rs. 23,75,567.76	Rs. 47,511.00	90 days				

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in

ICA/C-4821/26

(Joydip Nath)
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B),
Kailashahar, Unakoti District, Tripura

TECHNICAL SPECIFICATION AND FORMAT FOR FINANCIAL BID:-

Sl No.	Particulars	Rate per unit including taxes and carrying
1	Rock Salt for Wild Animals	

NB: The terms and condition, Technical Specification, Quantity etc. may be collected from O/O the Wildlife Warden, Sepahijala Wildlife Sanctuary and Tripura Forest Department, website.

ICA/C-4827/26

-sd-
Wildlife Warden Sepahijala
Wildlife Sanctuary

TECHNICAL SPECIFICATION AND FORMAT FOR FINANCIAL BID:-

Sl No.	Particulars	Rate per unit including taxes and carrying
1	ACP Sheet	

NB: The terms and condition, Technical Specification, Quantity etc. may be collected from O/O the Wildlife Warden, Sepahijala Wildlife Sanctuary and Tripura Forest Department, website.

ICA/C-4829/26

-sd-
Wildlife Warden Sepahijala
Wildlife Sanctuary

Press Notice Inviting e-E.O.I. (Abridged)
No. e-44/AGRI/EE/MECH/2025-26

On behalf of the Governor of Tripura, Executive Engineer, Mechanical Division, Department of Agriculture & F.W, Office Lane, Agartala, invites separate E.O.I from Manufacturer or Authorized Dealer or Distributor (for the State of Tripura) & having facility to take after-sale service in all the 8 (Eight) nos. of District of Tripura for "Empanelment of Vendor(s) for a period of 3 (Three) consecutive years for supply of "Mini Rice Mill having capacity 700 Kg/Hr. to 900Kg/Hr. with Motor 10 HP, 3-Phase, 440V" to facilitate for procurement by the beneficiaries (Farmers) with financial assistance by the Department of Agriculture & FW, Government of Tripura under different subsidy schemes" through website https://tripuratenders.gov.in under assistance of subsidy schemes by the Department of Agriculture & F.W, Government of Tripura up to 18/03/2026 (at 03:00 PM) as per terms & conditions of DNIEOI.

ICA/C-4833/26

Sd/-
Executive Engineer (Mech.)
Department of Agriculture & F.W
Office Lane, Agartala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-47/EE/RD/TLM-DIV/2025-26, dt.10.03.2026.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-Tender in Two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 18/03/2026 for 5(five) Nos. Civil works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-4812/26

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

বিজ্ঞপ্তি

Ref.:- Santirbazar PS UD case Np. 2026STO:004 dated-11-03-2026 U/S 194 BNSS.

পাশের ছবিটি একটি অপরিচিত পুরুষ যার আনুমানিক বয়স ৪০ বৎসর, উচ্চতা আনুমানিক ৫ ফুট ৩ ইনি গঠন- হালকা পাতলা, গায়ের রং-শ্যামলা, পরনে কালো রং এর শার্ট এবং পেন্ট। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নাই। সনাক্ত করনের জন্য তার মৃত দেহ শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য বা তাহার নিকট আত্মীয় শান্তিরবাজার থানায় আসিয়া মৃত দেহ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(যোগাযোগের ঠিকানা)
১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর:-৭৬২৮০০৭০৭৯
২) শান্তিরবাজার থানা :
ফোন নম্বর:- ৯৪৩৬৭৭৩৬০৭

ICA/D-2141/26

Superintendent of Police
South Tripura District

টানা দু'বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেও সন্তুষ্ট নয় ভারতীয় দল !

গত দু'বছরে তিনটি আইসিসি ট্রফি জিতেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। তবু সন্তুষ্ট নন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার আগেই পরবর্তী লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছিলেন তাঁরা! ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নতুন লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন অর্শদীপ সিংহ।এ বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে বেশ কয়েকটি রেকর্ড গড়েছে ভারতীয় দল। প্রথম দেশ হিসাবে তিন বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়। প্রথম দেশ হিসাবে টানা দু'বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়। প্রথম দেশ হিসাবে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়। একের পর এক ট্রফি ভারতীয় দলের সাফল্যের খিদে বাড়িয়ে দিয়েছে। দলের পরের লক্ষ্য নিয়ে অর্শদীপ বলেছেন, "২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতাপ পর আমি, হার্দিক ভাই (পাণ্ড্য) এবং দলের কয়েক জন মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম, পরের ১০ বছরে অন্তত পাঁচটা আইসিসি ট্রফি আমাদের জিততেই হবে। এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমরা বিশ্বাস করি, প্রত্যাশিত ক্রিকেট খেলতে পারলে এই লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন নয়। ঠিক মতো পারফর্ম করতে পারলে সাফল্য আসবেই। তাই আমরা একটি পদ্ধতি মেনে চলার চেষ্টা করছি। নিজেদের পারম্যান্স আরও ভাল করার চেষ্টা করছি।এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমরা বিশ্বাস করি, প্রত্যাশিত ক্রিকেট খেলতে পারলে এই লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন নয়। ঠিক মতো পারফর্ম করতে পারলে সাফল্য আসবেই। তাই আমরা একটি পদ্ধতি মেনে চলার চেষ্টা করছি। নিজেদের পারম্যান্স আরও ভাল করার চেষ্টা করছি।" অর্শদীপ বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা থামতে চান না। আরও অন্তত তিনটি আইসিসি ট্রফি জিততে বদ্ধপরিকর তাঁরা।টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় দল জোরে বোলিংয়ের ক্ষেত্রে মূলত তাঁর এবং জসপ্রীত বুমরাহের উপর ভরসা রেখেছিল। বুমরাহের সঙ্গে জুটিতে বল করার অভিজ্ঞতা কেমন? অর্শদীপ বলেছেন, "বুমরাহ ভাইয়ের সঙ্গে বল করতে খুব ভাল লাগে। মজা হয়। ওর কাছে ক্রিকেট ব্যাপারটা খুব সহজ। দেখলে মনে হয় কম্পিউটারে ক্রিকেট খেলছে! অসাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করে বুমরাহ ভাই। অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারে। আমাদের সকলকেও কঠোর পরিশ্রম করার জন্য অনুপ্রাণিত করে।"

টিসিএ-র সন্তোষ মেমোরিয়াল ক্রিকেটের ৩ মাঠে ৩টি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পরবর্তী তিনটি ম্যাচ আগামীকাল (শনিবার) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় ওল্ড প্লে সেন্টার এবং পোলস্টার ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে চলমান সংঘ এবং মৌচাক ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড বিএসটি এবং কসমোপলিটন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৮ টি ম্যাচের মধ্যে ইউনাইটেড বিএসটি পরপর দুটি ম্যাচে যথাক্রমে চলমান সংঘকে পাঁচ উইকেটে এবং ওল্ড প্লে সেন্টার কে ৬ উইকেটে পরাজিত করে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। পোলস্টার ক্লাব ৩৮ রানের ব্যবধানে মৌচাক ক্লাবকে, ওল্ড প্লে সেন্টার ১৪১ রানের ব্যবধানে কসমোপলিটন ক্লাবকে, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৬ উইকেটের ব্যবধানে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব কে, চলমান সংঘ ১ উইকেটে পোলস্টার ক্লাবকে, মৌচাক ক্লাব ৭২ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস কে এবং কসমোপলিটন ক্লাব ৮১ রানের ব্যবধানে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলগুলো চাইছে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে পয়েন্ট তালিকায় উঁচুতে উঠে আসতে।

EMPLOYMENT NOTIFICATION

Online application(s) are invited for recruitment to the post of Multi Purpose Worker (Male) & Multi Purpose Worker (Female) under the Health & Family Welfare Department, Government of Tripura on purely temporary and fixed pay basis @ Rs. 16050/- being 75% of the entry Pay Level 7 under Tripura State Civil Services (Revised Pay) (First Amendment) Rules, 2018 along with additional remuneration as increased by the Government in time to time. Candidates who are permanently residing in the State of Tripura shall exclusively eligible for applying the post within the age limit of 18 years and maximum 40 years. Upper age limit is relaxable by 5 years of ST/ SC/PwDs (PH)/ Government servant.

a) Vacancies: 50 nos. each vacant Posts of MPW (Male) & MPW (Female)

Name of posts	Total 100 nos. vacant posts	Break up of vacancies			Ex-Serviceman			PwD (PH)
		SC	ST	UR	SC	ST	UR	
MPW (Male)	50	08	16	26	0	0	1	02 nos. from any categories.
MPW (Female)	50	09	15	26	0	0	0	02 nos. from any categories.

b) Educational Qualification:
1. Candidates must be passed H.S. (+2 stage) or its equivalent examination from a recognized Board.
2. Trained in ANM / Multi Purpose Worker course for not less than 2(two) years including period of internship from a Govt. recognized institution or trained in ANM / Health Worker Training course from a recognized Institution.
c) Desirable qualification:~ Knowledge in Bengali or Kokborak.

d) Important instruction for the Candidates :
I. Candidates must have registered in Tripura Nursing Council or Tripura State Diploma in Nursing Examination Board. Registered candidates only will be allowed to apply online application.
II. Multiple application by single candidate will be treated as cancelled.
Selection of candidate will be made by written examination followed by viva voce / interview. For submission of online application visit Departmental website. www.healthtripura.gov.in or www.healthrecruitment.tripura.gov.in the link for online application(s) available w.e.f. 17th Marrch'2026 to 31st March'2026 (upto 5:00 PM). The application (s) received after the closing date will not be entertained. No TA & DA is admissible for appearing either in written examination or interview. The number of vacancies may increase or decrease at any stage of selection. For detailed syllabus (Annexure-I) please visit in the departmental website.

ICA/D-2136/26

(Dr. Anjan Das)
I/C, Director
Family Welfare & P.M.
Government of Tripura

PNIET No.: 01/EE/TLM/2026-27. Dated 09/03/2026
Tripura PWD Form-6

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B), Teliamura, Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage e-tender in single bid tendering system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class & Category registered any wing of State(s) PWD or CPWD /MES / Railway[Eligibility criteria as per SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria] for the following work:-

SL. NO.	D'NIe-T No.	ESTIMATED COST	BID FEE	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID	Bid validity
1.	01/EE/TLM/PWD(R&B)/2026-27.	₹ 24,17,708.00	₹ 1000.00	₹ 48,354.00	365 days	Up to 3.00 P.M. on 17/03/2026	At 3.30 P.M. on 17/03/2026 (If possible)	90 (Ninety) days from the due date of its opening.
2.	02/EE/TLM/PWD(R&B)/2026-27.	₹ 24,25,482.00		₹ 48,510.00	365 days			
3.	03/EE/TLM/PWD(R&B)/2026-27.	₹ 24,22,[illegible].00		₹ 48,446.00	365 days			
4.	04/EE/TLM/PWD(R&B)/2026-27.	₹ 24,26,445.00		₹ 48,529.00	365 days			
5.	05/EE/TLM/PWD(R&B)/2026-27.	₹ 24,25,468.00		₹ 48,509.00	120 Days			
6.	06/EE/TLM/PWD(R&B)/2026-27.	₹ 24,22,992.00		₹ 48,460.00	120 Days			

Notes:-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the procurement portal https://tripuratenders.gov.in.
2. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-4817/26

(Er. S. Das)
Executive Engineer,
Teliamura Division, PWD (R&B).

সিকিমকে গুঁড়িয়ে সেরা মিজোরাম ত্রিপুরার স্থান দখল সান্ধিয়াদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ-২৩ মহিলাদের ওয়ান ডে ট্রফি প্লেট গ্রুপের ফাইনালে দাপুটে জয় পেল মিজোরাম। শুক্রবার চণ্ডীগড়ের সেক্টর ১৬ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় সিকিমকে ৮১ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে ট্রফি ঘরে তুলল তারা। মিজোরামের এই জয়ের প্রধান কারিগর অফ-স্পিনার সান্ধিয়া, যার বিষাক্ত বোলিংয়ের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে সিকিমের ব্যাটিং লাইন-আপ।এদিন টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় সিকিম। মিজোরামের শুরুটা খুব একটা ভালো না হলেও অধিনায়ক মামি (৩৮) এবং কারিয়ে (২১) দলের হাল ধরেন। শেষদিকে থেলমার ১৯ রানের ওপর ভর করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৬ রান তোলে মিজোরাম। সিকিমের হয়ে বল হাতে সফল দীক্ষা (২৩ রানে ৪ উইকেট) এবং দিকচা (১৮ রানে ২ উইকেট)।১৬৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে সিকিম। মিজোরামের সান্ধিয়া মাত্র ৯ ওভারে ৩টি মেডেনসহ ১১ রান দিয়ে একাই তুলে নেন ৭টি উইকেট। তার মারাত্মক স্পেলের কোনো জবাব ছিল না সিকিম কন্যাদের কাছে। নন্দিকা কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও (২৮ রান) ২৯ ওভারে মাত্র ৮৫ রানেই গুটিয়ে যায় সিকিমের ইনিংস।অনবদ্য বোলিং পারফরম্যান্সের জন্য সান্ধিয়াকে "প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ" ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে টুর্নামেন্ট জুড়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জন্য "প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ" নির্বাচিত হন জাসিন্টা।এই জয়ের সুবাদে মিজোরাম আগামী বছর এলিট গ্রুপে খেলার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে, এলিট গ্রুপ "সি"-তে টানা পাঁচটি ম্যাচে পরাজয়ের ফলে অবনমিত হয়ে প্লেট গ্রুপে নেমে যেতে হলো ত্রিপুরাকে। ত্রিপুরার জায়গাতেই আগামী মরসুমে দাপট দেখাবে মিজোরামের মেয়েরা। ম্যাচের সংক্ষিপ্ত স্কোর:মিজোরাম: ১৬৬/৯ (৫০ ওভার)সিকিম: ৮৫/১০ (২৯ ওভার)ফলাফল: মিজোরাম ৮১ রানে জয়ী।

'ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত কিছু লোক দলের উন্নতি চায় না', বিস্ফোরক ইস্টবেঙ্গল কোচ ব্রুজো

এবারের আইএসএলের শুরুটা অসাধারণ করেছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে প্রথম দুই ম্যাচ জয়ের পর কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেলেছে অস্কার ব্রুজোর দল। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হারতে হয়েছিল। এরপর এফসি গোয়ার গাঁটে জয় হাতছাড়া লাল-হলুদের। শনিবার নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের সামনে কেরালা ব্লাস্টার্স। তার আগে বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসলেন লাল-হলুদের হেডস্যর।

ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রুজো বলেন, "আগের বছর আমি ইস্টবেঙ্গলের কোচ হয়ে এসেছিলাম চতুর্থ ম্যাচের সময়। কিন্তু প্রথম পয়েন্ট পেতে লেগেছিল ছয় ম্যাচ। চলতি মরশুমের কথা ভাবুন। চার ম্যাচে ৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আমরা। আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল এত ভালো শুরু কখনও করেনি। পাঁচ ম্যাচে ১০ পয়েন্টে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে আমাদের। সেটা হলে প্রতি ম্যাচে গড়ে ২ পয়েন্ট করে পাব আমরা। তাই আমি আমার ধারণার বদল করব না।"

তিনি আরও বলেন, "দলের মধ্যে আমরা কে কোথায় রয়েছি, তা আমরা জানি। দলের লক্ষ্য সম্পর্কেও আমরা ওয়াকিবহাল। টেবিলের উপরের দিকেই আমরা শেষ করতে চাই। এখন আমরা পাঁচে রয়েছি।" এরপরেই সুর চড়ান ব্রুজো। "ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত কিছু লোক আছে যারা দলের উন্নতি করতে চায় না। হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে দলে বিভক্ত বা অস্থির করে তোলার চেষ্টা করে তারা। সমর্থকদের হতাশা নিয়ে ন্যারেটিভ ছড়ায়। তবে দলের মধ্যে আমরা সেসব আমল দিচ্ছি না।" বলছেন লাল-হলুদের হেডস্যর। কাকে বা কাদের উদ্দেশ্য করে এমন বিস্ফোরক মন্তব্য ব্রুজোর, তা নিয়ে ময়দানে জল্পনা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় বেশ সমালোচিত হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু এবার পালটা দিলেন ব্রুজো। তাঁর উপর কেভিন সিবিলের চোট নিয়ে চিন্তায় ইস্টবেঙ্গল। কেরলের বিরুদ্ধে কি খেলবেন তিনি? "দু'দিন আগেই আমরা ওর মেডিক্যাল রিপোর্ট পেয়েছি। ওর চোট অনেকটাই সেরে উঠছে। আগের থেকে অনেকটাই ভালো আছে। তবে পেশির টান থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে এখনও পাঁচ-সাত দিন সময় লাগবে। তারপর ওর রিহ্যাব শুরু হবে।" মন্তব্য ব্রুজোর। তাঁর আশা, শেষ সাত ম্যাচে দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হয়ে উঠবেন কেভিন। কেরলের বিরুদ্ধে জয় গুপ্তা এবং সল ক্রেসপো খেলতে পারবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে আইএসএলে ১৩ নম্বরে রয়েছে কেরালা। তাদের বিরুদ্ধে জয়কেই একমাত্র পাখির চোখ করে ঘরের মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল।

চ্যাম্পিয়ন হয়েই অবসর নেবেন ধোনি ! আইপিএল শুরুর আগে বড়সড় তথ্য ফাঁস পাঠানের

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। কিন্তু আইপিএল এখনও খেলে যাচ্ছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। বয়স ৪৪। হাঁটুর চোটে বেশ কয়েক বছর ধরে ভুগছেন। তাহলে ধোনির আইপিএল ভবিষ্যৎ কী? প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠান মনে করেন এবছরই ধোনির আইপিএল অভিযান শেষ। আর সেই অধ্যায় শেষ হবে চেন্নাই সুপার কিংসকে আইপিএল জিতিয়ে।সম্প্রচারকারী চ্যানেলে পীযুষ চাওলার সঙ্গে আলোচনায় পাঠান বলেন, "ধোনিকে ছাড়া সিএসকে অসম্পূর্ণ। হয়তো এবারই তাকে শেষবার হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে। সিএসকে ও আইপিএল ধোনিকে ছাড়া ভাবাই কঠিন। সবাইকে একজায়গায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ধোনির বিরাট ভূমিকা আছে। আমি জানি না এবার ও ক'টা ম্যাচ খেলবে। কিন্তু ধোনি থাকলে সঞ্জু স্যামসন, রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের খুব সুবিধা হবে। ওর ফিটনেস-ব্যাটিং পজিশন কিংবা সব ম্যাচ খেলবে কি না, সেই নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। ম্যানেজমেন্ট নিশ্চয়ই সেগুলো নিয়ে ভাববে। তারা চাইবে আইপিএল জিতে ধোনিকে বিদায় জানাতে।"এবার সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে এসেছে চেন্নাই। নেতৃত্বে থাকবেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। তবে সঞ্জু থাকায় রুতুরাজের সুবিধাই হবে বলে মনে করেন পাঠান। তিনি বলেন, "ধোনির (ধ্বছ ঙ্গদ্রব্র) উত্তরসূরি হিসেবে আইপিএলে নেতৃত্ব দেওয়া সহজ নয়। আগে চেন্নাই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করত। এখন ভবিষ্যতের জন্য তরুণদের নিয়ে দল সাজাচ্ছে। সেখানে সঞ্জুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে।"অন্যদিকে সঞ্জু এলেও রাজস্থান রয়্যালসে চলে গিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। তাঁর শূন্যস্থান কীভাবে পূর্ণ হবে? পাঠান বলছেন, "আগেও জাদেজা রাজস্থানে ছিল। সেখানে শেন ওয়ার্ন ওকে আত্মবিশ্বাস জোগান। এবার চেন্নাই একই কাজ করতে পারে প্রশান্ত বীরকে নিয়ে। চেন্নাইয়ের কাজের পদ্ধতি অন্যরকম। ধোনির মতো একজন থাকলে বা স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের মতো কোচ থাকলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। কার্তিক শর্মা বা প্রশান্ত বীররা চাপের মুখে শিখতে পারবে।"

ত্রিপুরায় বিনিয়োগ হয়েছে ৩,৮০০ কোটি টাকা জিএসটি আদায় ৯৯৪ কোটির বেশি : রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৩ মার্চ : ত্রিপুরায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও রাজস্ব সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। শুক্রবার ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার নবম অধিবেশনের সূচনা দিনে তাঁর ভাষণে রাজ্যপাল জানান, রাজ্যে ইতিমধ্যেই ১২০ জনের বেশি বিনিয়োগকারী আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং শিক্ষা, পর্যটন, স্বাস্থ্যসেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে প্রায় ৩,৮০০ কোটি টাকার ৮৭টি সমঝোতা স্মারক (মৌ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

তিনি জানান, আগরতলায় অনুষ্ঠিত ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৫-এর মাধ্যমে এই বিনিয়োগের পথ সুগম হয়েছে।

রাজ্যের আর্থিক অবস্থার কথাও তুলে ধরেন রাজ্যপাল। তিনি জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্যে জিএসটি থেকে ৯৯৪.২৩ কোটি টাকা, ভ্যাট থেকে ২৮১.৪০ কোটি টাকা, আবগারি শুল্ক থেকে ২৭১.৪৮ কোটি টাকা এবং প্রফেশনাল ট্যাক্স থেকে ২৬.৮৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। এতে রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবণতা প্রতিফলিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

রাজ্যপাল নতুন কয়েকটি নীতিগত উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন। এর মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরা উইমেন এন্টারপ্রেনিউরশিপ পলিসি ২০২৫, যার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাজার ও ঋণের সুযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, বিশ্বাসভিত্তিক প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ত্রিপুরা জন বিশ্বাস আইন প্রণয়নের কথাও তিনি জানান।

শিক্ষাক্ষেত্রেও রাজ্য উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে বলে রাজ্যপাল জানান। তিনি বলেন, ২৩ জুন ২০২৫ তারিখে উল্লাস নব ভারত সাক্ষরতা কর্মসূচি-র আওতায় ৯৫.৬ শতাংশ সাক্ষরতার হার অর্জন করে ত্রিপুরা পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এর ফলে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এই মাইলফলক অর্জনকারী দেশের তৃতীয় রাজ্যে পরিণত হয়েছে ত্রিপুরা।

নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা জাতীয় স্বীকৃতি পেয়েছে। পিএম-কুসুম প্রকল্প-এর আওতায় সর্বাধিক সৌর পাম্প স্থাপনের জন্য রাজ্য 'সেরা পারফরমিং রাজ্য' হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে উইমেনস কলেজকে উইমেনস ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করা, ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিকে রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা এবং আগরতলা, উদয়পুর ও আমবাসায় তিনটি নতুন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন।

রাজ্যের অবকাঠামোগত উন্নয়নের কথাও তুলে ধরে রাজ্যপাল জানান, বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট ১০,৬১৭ কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে, যার মধ্যে জাতীয় সড়ক, জেলা সড়ক, নগর ও গ্রামীণ সড়ক অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে।

বাজেট হবে জনকল্যাণমুখী মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৩ মার্চ : ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট হবে জনকল্যাণমুখী। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাজেট এখনো বিধানসভায় পেশ করা হয়নি, তবে তা মানুষের স্বার্থ ও সর্বস্তরের সামগ্রিক কল্যাণকে সামনে রেখেই তৈরি করা হচ্ছে। ডাঃ সাহা বলেন, বাজেট মূলত মানুষের জন্য। আগামী বছরে আমরা কীভাবে ব্যয় করব, কী ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে এবং কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তার সুফল পৌঁছে দেওয়া যাবে, সেই বিষয়গুলির ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। বাজেট পেশ হওয়ার পর বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

রাজ্যপালের ভাষণ তিনটি ভাষায় উপস্থাপন করার বিষয়টিকেও স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভাষণটি প্রথমে ককবরকে শুরু হয়ে পরে বাংলা ও ইংরেজিতে উপস্থাপন করা হয়। তিনটি ভাষার সংমিশ্রণে উপস্থাপিত সেই বক্তব্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক অনন্য নিদর্শন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যপালের ভাষণে সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের মূল বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাজেট অধিবেশন চলাকালীন এ বিষয়গুলিকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং ট্রেজারি বেঞ্চ ও বিরোধী দল উভয় পক্ষেরই মতামত জানানোর সুযোগ থাকবে।

অন্যদিকে বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই পদে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়াকে সমর্থন করার জন্য তিনি সকল বিধায়কের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, বিধানসভার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সকলের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকে ১০ দফা দাবিতে এক দিনের প্রতীক ধর্মঘটের ডাক

আগরতলা, ১৩ মার্চ : আগামী ১৬ মার্চ, সোমবার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের স্বীকৃত কর্মচারী ও অফিসার সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ "জয়েন্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম"-এর ডাকে ১০ দফা দাবিতে এক দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালিত হবে। ব্যাংকের কর্মচারী সংগঠন টিজিবিইএ, টিজিবিইএফ, টিজিবিওএ এবং টিজিবিওইউ এই কর্মসূচিতে অংশ নেবে বলে জানা গেছে।

সংগঠন সূত্রে জানা যায়, ব্যাংকের কর্মপরিবেশের উন্নয়ন, বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত বিভিন্ন ন্যায্য দাবির বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই এই ধর্মঘট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মচারীদের জন্য সুস্থ, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, নাবার্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ৯ম যৌথ নোট এবং ১২তম দ্বিপাক্ষিক বেতন চুক্তির সুবিধা কার্যকর করার দাবিও উত্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার যথাযথ শ্রেণিবিভাগ নির্ধারণ, ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল বণ্টন, ডিআরডব্লিউ ও স্যানিটেশন কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে কর্মীদের প্রাপ্য সুবিধা প্রদানের দাবিও রয়েছে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে।

সংগঠনগুলির আরও দাবি, ব্যাংকে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও স্বীকৃত কর্মচারী প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি যৌথ পরামর্শ কমিটি গঠন করতে হবে। পাশাপাশি উন্নত কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাংকের আধুনিক কাঠামোগত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত প্রশাসনিক অঞ্চল গঠনের দাবিও জানানো হয়েছে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, উত্থাপিত দাবিগুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই এই প্রতীক ধর্মঘট কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দিনদুপুরে মহিলাকে শ্লীলতাহানী ও ধর্ষণের চেষ্টা, আটক অভিযুক্ত

চুরাইবাড়ি, ১৩ মার্চ : দিনদুপুরে এক মহিলাকে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব ফুলবাড়ি পঞ্চায়েতের খাদিমপাড়া ৩ নম্বর ওয়ার্ডে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, এলাকার বাসিন্দা কমার উদ্দিনের ছেলে শুকুর আলী (৩০) দীর্ঘদিন ধরে পাশের বাড়ির এক মহিলাকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। তিন সন্তানের জননী ওই মহিলা বারবার তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযুক্ত যুবক হঠাৎ মহিলাকে ঝাপটে ধরে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

ওই সময় মহিলা চিৎকার শুরু করলে অভিযুক্ত তার উপর চড়াও হয় এবং লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। এতে গুরুতর আহত হন ওই মহিলা।

মহিলার চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে এলে অভিযুক্ত যুবক সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে আহত মহিলা চুরাইবাড়ি থানায় গিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও হামলার অভিযোগে লিখিত মামলা দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত তদন্তে নেমে অভিযুক্ত শুকুর আলীকে আটক করেছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, শুকুর আলীর বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক মহিলাকে শ্লীলতাহানি ও মারধরের অভিযোগ রয়েছে। তার অত্যাচারে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন বলেও জানান স্থানীয়রা। ঘটনায় এলাকায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিয়ের কয়েক ঘণ্টা আগে নাবালিকার বিয়ে আটকাল প্রশাসন, উদ্ধার করে নিয়ে গেল পুলিশ ও চাইল্ডলাইন

বিশ্রামগঞ্জ, ১৩ মার্চ : বিয়ের দিনেই নাবালিকার বিয়ে আটকাল প্রশাসন ও পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত বড়জলা পালপাড়া এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে বড়জলা পালপাড়া গ্রামের সুজন পালের সঙ্গে এক নাবালিকা কন্যার বিয়ের সমস্ত প্রস্তুতি গোপনে সম্পন্ন করা হয়েছিল। মেয়েটিকে তার বাপের বাড়ি কলমচৌরা থানার অধীন বক্সনগর এলাকা থেকে নিয়ে আসা হয় ছেলের বাড়িতে। বাড়িতে বিয়ের আয়োজনও প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল।

এদিকে বিকেল প্রায় ৩টা ১৫ মিনিট নাগাদ সিপাহীজলা চাইল্ডলাইনের পক্ষ থেকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয় যে বড়জলা পালপাড়া গ্রামে এক নাবালিকার বিয়ে হতে চলেছে। খবর পেয়ে চাইল্ডলাইন কর্তৃপক্ষ বিশ্রামগঞ্জ থানায় পৌঁছায়। বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মার নির্দেশে সাব-ইন্সপেক্টর শম্ভু দেববর্মা পুলিশ বাহিনী ও চাইল্ডলাইন কর্তৃপক্ষকে নিয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান চালান।

পুলিশ ও চাইল্ডলাইন কর্মীরা নববর সুজন পালের বাড়িতে গিয়ে মেয়েটির নথিপত্র পরীক্ষা করেন। জন্মসনদ যাচাই করে দেখা যায়, মেয়েটির বয়স এখনও ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি এবং সে নাবালিকা। এমনকি প্রাথমিকভাবে জানা যায়, মেয়েটি প্রায় তিন মাসের গর্ভবতী। এরপরই আইন অনুযায়ী বিয়ে বন্ধ করে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় চাইল্ডলাইন কর্তৃপক্ষ। তাকে সিপাহীজলা জেলার ওয়ান স্টপ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও চাইল্ডলাইন কর্মীদের উপস্থিতি দেখে মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং কান্না করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। এসময় এলাকায় উপস্থিত অনেক মানুষও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে পুলিশ ও চাইল্ডলাইন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় নববর সুজন পাল এবং তার কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা বলেন, নথিপত্র যাচাই করে দেখা গেছে মেয়েটি নাবালিকা। আইন অনুযায়ী নাবালিকা কন্যার বিয়ে দেওয়া অপরাধ। তাই প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে বিয়ে বন্ধ করে মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, কোনো অভিভাবক যেন তাদের মেয়েকে বোঝা মনে না করেন। বরং মেয়েদের পড়াশোনা করিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া উচিত। ১৮ বছরের নিচে কোনো কন্যার বিয়ে দেওয়া হলে বা তাকে বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ওসি অজিত দেববর্মা জানান, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নববর, আত্মীয়-স্বজন, অতিথি, পুরোহিত, ডেকোরেটরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে এবং কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।

উল্লেখ্য, সিপাহীজলা জেলায় বাল্যবিবাহের ঘটনা নিয়ে আগেও একাধিকবার প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। প্রায় এক মাস আগে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত ননজলা গ্রামেও এক নাবালিকার বিয়ে আটকে দিয়ে নববর ও তার হবু শ্বশুরকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। ননজলা ও বড়জলা একই থানার অন্তর্গত পাশাপাশি গ্রাম হওয়ায় এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

হরিনাম সংকীর্তন উৎসবের রাতে তিন বাড়িতে নিশিকুটুম্বের হানা, এলাকায় চাঞ্চল্য

বিলোনিয়া, ১৩ মার্চ : এক রাতেই তিনটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া থানাধীন জয়পুর এলাকায়। অভিযোগ, নলুয়া বাজারে চলা হরিনাম সংকীর্তন উৎসব ও মেলার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল একযোগে একাধিক বাড়িতে হানা দেয়।

জানা গেছে, দক্ষিণ জেলার নলুয়া বাজারে কয়েকদিন ধরে হরিনাম সংকীর্তন উৎসব ও মেলা চলছিল এবং বৃহস্পতিবার ছিল সেই উৎসবের শেষ দিন। ওই দিন নলুয়া ও আশপাশের এলাকার অধিকাংশ মানুষ উৎসবে যোগ দিতে বাড়ি ছেড়ে মেলায় চলে যান। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নলুয়া বাজার সংলগ্ন জয়পুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় একাধিক বাড়িতে চুরির ঘটনা সংঘটিত করে।

অভিযোগ অনুযায়ী, জয়পুর এলাকার বাসিন্দা শিবু বিশ্বাস, নলুয়া জয়পুর হাসপাতাল সংলগ্ন তপন মহাজন এবং জয়পুরের আরেকটি বাড়িতে চোরেরা হানা দেয়। পরিবারের সদস্যরা উৎসবে থাকাকালীন বাড়ির তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে যায়।

উৎসব থেকে বাড়ি ফিরে এসে বাড়ির দরজার তালা ভাঙা দেখে চুরির ঘটনা বুঝতে পারেন পরিবারের সদস্যরা। পরে তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে চোরদের খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও কাউকে ধরতে পারেননি।

ঘটনার খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতেই এলাকার জনপ্রতিনিধিরা বিলোনিয়া থানায় ও ঋষ্যমুখ ফাঁড়িতে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। শুক্রবার সকালে আবার পুলিশ ও ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে এসে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলিতে বিস্তারিত তদন্ত চালায় এবং বিভিন্ন স্থান থেকে আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে।

ক্ষতিগ্রস্ত শিবু বিশ্বাসের স্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, তাদের বাড়ি থেকে প্রায় ১০ হাজার টাকা নগদ এবং প্রায় দেড় ভরি স্বর্ণালংকার চুরি হয়েছে। সব মিলিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। একইভাবে তপন মহাজনও তার বাড়িতে সংঘটিত চুরির ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

এদিকে এলাকাবাসীদের একাংশ অভিযোগ করেছেন, জয়পুর এলাকায় একটি বিলেতি মদের কাউন্টার থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ওই কাউন্টার থেকে মদ কিনে অনেক যুবক এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় মদ্যপান করেন। তাদের ধারণা, মদ্যপ অবস্থায়ই কেউ বা কারা এই চুরির ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে।

এলাকাবাসীরা জয়পুর এলাকা থেকে ওই বিলেতি মদের কাউন্টার সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করারও দাবি তুলেছেন তারা। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাল্যবিবাহ নয়, শিক্ষাই হোক ভবিষ্যৎ উদয়পুরে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানের সূচনা

উদয়পুর, ১৩ মার্চ : বাল্যবিবাহ নয়, শিক্ষাই হোক ভবিষ্যৎ এই স্লোগানকে সামনে রেখে রাজ্যে বাল্যবিবাহ নির্মূলে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ২০২৯ সালের মধ্যে রাজ্যে বাল্যবিবাহের হার ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম, বাজার এবং জনসমাগমস্থলে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রচারমূলক যানবাহন মোতায়েন করা হয়েছে।

শুক্রবার গোমতী জেলার উদয়পুরে গোমতী জেলা পরিষদ সংলগ্ন জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে এক সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানের সূচনা করা হয়।

এদিন শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের অফিস প্রাঙ্গণ থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার অভিযানের যানবাহনের উদ্বোধন করা হয়। এই প্রচার অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, সদস্য গৌতম কর, মনিদীপা দেববর্মা ও সঞ্জিত রংপিনী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

উপস্থিত বক্তারা বলেন, বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি।

৫৬- ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৩ মার্চ: ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে আজ ধর্মনগরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এই সভায় বিজেপি, সিপিআই(এম) এবং আইএনসি দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এদিনের সভায় এছারাও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহা, ধর্মনগরের মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার দেবযানী চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা প্রমুখ। জেলা নির্বাচন আধিকারিক সভায় মডেল কোড অব কন্ডাক্ট নিয়ে আলোচনা করেন।

অসুস্থ বিজেপি নেত্রী গীতা রায়কে দেখতে জিবি হাসপাতালে গেলেন সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ১৩ মার্চ : ভারতীয় জনতা পার্টির দীর্ঘদিনের নিষ্ঠাবান কর্মী এবং ২০১৩ সালে বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গীতা রায়কে দেখতে হাসপাতালে ছুটে গেলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

বর্তমানে তিনি অসুস্থতাজনিত কারণে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জানা গেছে, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে গত কয়েকদিন ধরে তিনি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি আছেন। আজ তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। সেখানে গিয়ে তিনি গীতা রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন।

এসময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলে চিকিৎসার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হন তিনি। সাক্ষাৎ শেষে তিনি গীতা রায়ের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন এবং তাঁর সুস্থতার জন্য প্রার্থনা জানান। তিনি বলেন, মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর চরণে প্রার্থনা করা হচ্ছে যাতে গীতা রায় দ্রুত সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন।

শিক্ষা ও শিক্ষকদের স্বার্থে বিভিন্ন দাবিতে বিরোধী দলনেতার নিকট স্মারকলিপি প্রদান ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতির

আগরতলা, ১৩ মার্চ : রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবিতে বিরোধী দলনেতার নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেছে ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচ বি রোড)। আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনকে সামনে রেখে এই স্মারকলিপিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করা হয়েছে।

সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্যের শিক্ষা ও শিক্ষক সমাজ বর্তমানে একাধিক সংকটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি। দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে এবং বিষয়গুলি বিধানসভায় উত্থাপন করার দাবিতে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্যের শিক্ষক ও কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া ২২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) আরিয়ারসহ অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে অবিলম্বে রাজ্য বেতন কমিশন গঠন করে শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত শিক্ষকদের সমহারে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়া টেট-১, টেট-২, এসটিজিটি ও এসটিপিজিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল চাকরি প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে। অফারপ্রাপ্ত সকল ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচারদেরও অবিলম্বে নিয়োগপত্র দেওয়ার দাবি জানিয়েছে সমিতি। স্থির বেতনে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও নিয়মিত বেতনক্রম চালু করার দাবি জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে টিআরবিটি-র মাধ্যমে নিযুক্ত শিক্ষকসহ স্থির বেতনে কর্মরত সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরির প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত বেতনক্রম বকেয়াসহ দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা এসএলপি প্রত্যাহারের আহ্বানও জানানো হয়েছে।

সমগ্র শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে কর্মরত শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী নিয়মিত বেতনক্রম চালুর দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়াও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ১০,৩২৩ জন চাকুরিচ্যুত শিক্ষকের সমস্যার সমাধানের দাবিও স্মারকলিপিতে তুলে ধরা হয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের পুনর্বহালের পথ খোঁজার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

সিনিয়র শিক্ষকদের টেট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত আক্রোশমূলক বদলি বন্ধ করা এবং রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার দাবিও স্মারকলিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি 'বিদ্যাজ্যোতি' প্রকল্পের কারণে সাধারণ সরকারি বিদ্যালয় ও বিশেষ সুবিধাভোগী বিদ্যালয়ের মধ্যে যে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে, তা দূর করে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের দাবিও জানানো হয়েছে।

ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে বিধানসভায় তা উত্থাপন করা হবে এবং রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ভারত বিরোধী বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে দিল্লিতে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ ১৬ই

আগরতলা, ১৩ মার্চ : ভারত বিরোধী বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতায় সরব হয়েছে যুব কংগ্রেস। এরই অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৬ মার্চ দিল্লিতে বিক্ষোভে সামিল হবেন তাঁরা।সম্প্রতি যুব কংগ্রেস কেন বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছিল, সেই বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরতে শুক্রবার দেশের প্রতিটি রাজ্যে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে যুব কংগ্রেস। এরই অংশ হিসেবে রাজ্যেও প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।সাংবাদিক সম্মেলনে যুব কংগ্রেসের নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে প্রশ্ন তোলেন, প্রধানমন্ত্রী কি কোনো আপোষ করেছেন? তাদের দাবি, ভারত বর্তমানে একটি "ভারত-বিরোধী বাণিজ্য চুক্তি"-র মুখোমুখি হয়েছে, যার ফলে দেশের কৃষক ও ব্যবসায়ীরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন।যুব কংগ্রেসের বক্তব্য অনুযায়ী, এই চুক্তি কার্যকর হলে ভারতীয় কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য আমেরিকায় রপ্তানি করতে গেলে সেখানে ১৮ শতাংশ কর দিতে হবে। অন্যদিকে আমেরিকার পণ্য ভারতবর্ষে বিনা শুল্কে প্রবেশ করতে পারবে। এর ফলে দেশের কৃষক ও ব্যবসায়ীদের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদেই সম্প্রতি যুব কংগ্রেস বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছিল বলে জানান তারা।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব আরও অভিযোগ করেন, তথাকথিত 'এপস্টিন ফাইলস'-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, হরদীপ সিং পুরী এবং শিল্পপতি অনিল আম্বানির নাম উঠে এসেছে। সেই কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে সরকার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে বলে তাদের দাবি।তাদের আরও অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি গৌতম আদানির মাধ্যমে আমেরিকার চাপ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের স্বার্থ রক্ষায় বিতর্কিত বাণিজ্য চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানান যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব।এছাড়াও তাঁরা জানান, এই বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবিতে আগামী ১৬ মার্চ দিল্লিতে যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বৃহত্তর বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

তিপরা মথা ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিল ২৩ পরিবারের ৬৭ জন ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ মার্চ : এডিসি নির্বাচন এখনও ঘোষণা না হলেও ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে রাজনৈতিক তৎপরতা ইতিমধ্যেই জোরদার হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সভা, উঠান সভা এবং যোগদান কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

শুক্রবার দক্ষিণ জেলার এডিসি এলাকার ২৭ নম্বর মুহুরীপুর পূর্ব ভুরাতলী কেন্দ্রের অন্তর্গত ৩৭ ঋষ্যমুখ বিধানসভা এলাকার মোহিনীনগর এডিসি ভিলেজের সূর্যকান্ত পাড়া এলাকায় বিজেপির উদ্যোগে এক উঠান সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভাতেই তিপরা মথা দল ত্যাগ করে ২৩টি পরিবারের মোট ৬৭ জন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করেন।

দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা ও উত্তরীয় তুলে দিয়ে বিজেপিতে বরণ করে নেন ঋষ্যমুখ মণ্ডল সভাপতি নকুল পাল, বিজেপির দক্ষিণ জেলা সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী এবং ঋষ্যমুখ ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান সুমন উচাই। জানা গেছে, সদ্য বিজেপিতে যোগদানকারীদের মধ্যে গতবারের পরাজিত নির্দল প্রার্থী রকি ভিক্টর ত্রিপুরাও রয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিজেপির দক্ষিণ জেলা সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী বলেন, রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়েই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে মানুষ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas